জুলাই ২০১৬, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৩

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বর্তমানে যেসব সুযোগ-সুবিধা পান তা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি।

মোঃ রোস্তম আলী
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তার মধ্যে মোঃ রোস্তম আলী অন্যতম। প্রধান কার্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স থেকে তিনি যুগ্মপরিচালক হিসেবে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ চূড়ান্ত অবসরে যান। সাবেক এই কর্মকর্তাকে নিয়ে এবারের স্মৃতিময় দিনের আয়োজন। তাঁর সাথে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে নানা অভিজ্ঞতা, পরামর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিকথা।

`xN KgRxeb mdjZvi mv‡_ m¤úb Kivi ci Avcbvi Aemi mgq wKfv‡e Kv‡Q ?

দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে অবসর সময় ভালোই কাটছে। আমি বই পড়ি। ধর্মীয় কাজ করি। সুযোগ পেলেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে রমনা পার্কে হাঁটতে যাই। প্রকৃতি, পাখি আমাকে ভীষণভাবে টানে। সেই টানেই রমনায় যাই। লেকের ধারে বসে পাখি দেখি, গাছ দেখি, খুব ভালো লাগে।

evsjv‡`k e¨vs‡Ki PvKwi‡Z †hvM`v‡bi Abf~wZ Rvb‡Z PvB-

আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করি ১৯৮০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। এটাই আমার প্রথম চাকরি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে চাকরিতে যোগদান করছি- এটা তখনও আমাকে গর্বিত করত এখন অবসরে যাওয়ার পরও গর্ব অনুভব করি।

'প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ব্যাংকের কাজে গতি এনেছে।'- *মোঃ রোস্তম আলী*

Avcbvi PvKwiRxeb m¤ú‡K wKQz ejb-

বাংলাদেশ ব্যাংকে চাকরিতে যোগদান করি তৎকালীন হিসাব বিভাগে। এরপর ব্যাংকিং কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট, প্রবলেম ব্যাংক মনিটরিং ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করি। এছাড়া ঢাকা অফিসের অডিট, পিএডিতে কাজ করেছি। এরপর আবারো প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং সর্বশেষ ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্সে দায়িত্ব পালন করি।

Avcbvi Av‡iKwU cwiPq Ôgyw³‡hv×vÕ -G m¤ú‡K ms‡ÿ‡c wKQz ejb|

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে লাখো মানুষের সাথে আমিও যোগ দিই, তখন আমার বয়স ১৭ বছর। আমার বয়সী অসংখ্য তরুণ, যুবকের সেদিন ঢল নেমেছিল রেসকোর্স ময়দানে। ২৫ মার্চের সেই ভয়াল রাতকেও অনেক কাছে থেকে দেখেছি এবং ভেবেছি আর নয়, এবার রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। ঢাকা থেকে ২৮ মার্চ শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে গফরগাঁও হয়ে ময়মনসিংহে নিজ বাড়িতে চলে যাই। এরপর মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের ইউনিয়ন থেকে জুলাই ১৯৭১, আমিসহ সাতজন যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে ভারতের শিববাড়ি সীমান্তে যাই। সেখান থেকে চলে যাই ঢালু ইয়ুথ ক্যাম্পে (রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্প)। ইয়ুথ ক্যাম্প থেকে তুরা ট্রেনিং ক্যাম্পে ২১ দিন আমাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জঙ্গল প্যারেড (কাল নদীর তীরে) গেরিলা ট্রেনিং দেয়া হয় তিনদিন। তারপর সরাসরি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। প্রথমে হালুয়াঘাট ক্যাম্প শত্রুমুক্ত করি, এরপর শেরপুর এবং জামালপুর মুক্ত হয়। এখনো মনে আছে ট্রেনিং শেষে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত ২০ টাকা পকেট মানি পেয়েছি।

PvKwiRxe‡b †Kv‡bv we‡kl ¯§iwZ K_v Avgv‡`i ej‡eb wK ?

৮০'র দশকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে গেঞ্জি পড়ে, খালি গায়ে বৃষ্টিতে ভিজে ব্যাংক চত্বর ও মতিঝিলের রাস্তায় মিছিল করেছি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বর্তমানে যেসব সুযোগ-সুবিধা পান তা অতীতের চেয়ে অনেক বেশি।

Avcbvi mg‡qi †K›`ªxq e¨vs‡Ki mv‡_ eZgvb mg‡qi †K›`ªxq e¨vs‡Ki Zjbv Kiæb|

আমাদের সময় প্রযুক্তির ব্যবহার কম ছিল। তখন পুরো কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গুটিকয় কর্মকর্তার ডেস্কে কম্পিউটার ছিল। কিন্তু এখন প্রতিটি ডেস্কে প্রত্যেক কর্মকর্তার সামনে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি রয়েছে। প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ব্যাংকের কাজে গতি এনেছে।

Avcbvi e¨w³MZ Rxeb m¤ú‡K Rvb‡Z PvB-

আমার এক মেয়ে, দুই ছেলে। মেয়ে পেশায় চিকিৎসক। বড় ছেলে একটি বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত আছে। ছোট ছেলে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছে।

†K›`ªxq e¨vs‡Ki bexb KgKZv‡`i D‡Ï‡k¨ wKQz ejb|

নতুনদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই- সবসময় মনোযোগের সাথে কাজ করতে হবে। কাজের গভীরে যাওয়ার প্রচেষ্টা থাকতে হবে। সেসাথে শৃঙ্খলাবোধ ও আদব-কায়দার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ এর সমাপনী এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ এর প্রথম ব্যাচের সমাপনী এবং দ্বিতীয় ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৫ জুন ২০১৬ বিবিটিএ'র অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান। এছাড়াও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং প্রশিক্ষণার্থী সহকারী পরিচালকদের পরিবারের সদস্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ এর প্রশিক্ষণার্থী সহকারী পরিচালকদের মাঝে গভর্নর ফজলে কবির

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ফজলে কবির বলেন, ফাউন্ডেশন কোর্সে যেমন পড়ালেখা থাকবে, তেমনি থাকবে খেলাধুলাসহ নানা আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড। যা একজন কর্মকর্তাকে নানামুখী প্রতিভা অন্বেষণ এবং দায়িত্ব পালনে চৌকষ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, গ্রুপ ওয়ার্ক, মাঠপর্যায়ের কাজ পরিদর্শনসহ বাস্তবসম্মত জ্ঞান বাড়ানোর দিকে নজর দিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি তিনি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের অর্থনীতি এবং ব্যাংকিংসহ প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি ভাষাজ্ঞান এবং যোগাযোগ বৃদ্ধিতে জোর দেয়ার তাগিদ দেন গভর্নর। বক্তৃতা শেষে তিনি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ (২য় ব্যাচ) এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বিশেষ অতিথি ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রশংসা প্রাপ্তির কথা জানান। ডেপুটি গভর্নর কোর্স সমাপ্তকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির প্রিন্সিপাল কে. এম. জামশেদুজ্জামান স্বাগত ভাষণ দেন। এসময় তিনি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ এর ১ম ব্যাচের ফলাফল ঘোষণা করেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৬ (১ম ব্যাচ) সম্পন্নকারী ভালো ফলাফল অর্জনকারীদের মধ্য থেকে দু'জন তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। প্রশিক্ষণে প্রথম স্থান অধিকারী সহকারী পরিচালক জারিন তাসনিম বলেন, এখানে এসে আমরা অর্থ ও ব্যাংকিং সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনেক বিষয়ই শিখতে পেরেছি। এজন্য তিনি বিবিটিএ'র প্রিন্সিপাল, কোর্স ডিরেক্টর এবং প্রশিক্ষকদের সহযোগিতার প্রশংসা করেন। অর্জিত শিক্ষা ও সম্মান যেন আগামীতে কর্মক্ষেত্রেও ধরে রাখতে পারেন সেজন্য সবার সহযোগিতাও কামনা করেন জারিন তাসনিম।

কোর্স ডিরেক্টর আব্দুল হামিদের সমাপনী এবং ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারে ইএলসি কার্যক্রমের উদ্বোধন

ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, বাংলাদেশ ব্যাংক (ELC, BB) ও বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির যৌথ উদ্যোগে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লাইব্রেরির ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নার কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ৩১ মে ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নার কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আখতারুজ্জামান। আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির মহাব্যবস্থাপক আশিষ কুমার সাহা, উপমহাব্যবস্থাপক মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার ও তাসনিম ফাতেমা এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সাধারণ সদস্যবৃন্দ। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি গ্লোবালাইজেশনের যুগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইংরেজি ভাষায় পারদর্শিতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং এ কাজে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে গ্লোবালাইজেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইংরেজি ভাষা চর্চার বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তার ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে নতুন প্রজন্মের কর্মকর্তাদের মধ্যে যুগ্মপরিচালক শাকিল এজাজ, সহকারী পরিচালক নওরিন আহমেদ পরামর্শমূলক বক্তব্য রাখেন। ক্লাবের সভাপতি ও উপমহাব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন খান রাজীব বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে প্রতিষ্ঠিত ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারটি ব্যাংকের সহকর্মীদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যেস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়াও, তিনি ক্লাবের সার্বিক তৎপরতায় সবার আন্তরিক অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ক্লাবের কার্যকরী পরিষদের সহকারী সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্মপরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল মজিদ চৌধুরী।

উল্লেখ্য যে, আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার প্রয়াস নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ইংরেজিতে অধিক পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে 'We wanna speak in English, Nothing gonna change our mind' শ্লোগান নিয়ে ২৮ এপ্রিল ২০০৫ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের যাত্রা শুরু হয়।

ডেপুটি গভর্নর ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারে ইএলসি কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন

আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি ৩০ মে ২০১৬ আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি প্রদান করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সন্তানদের মধ্যে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৫৬০ জন শিক্ষার্থীকে আলাউদ্দিন শিক্ষাবৃত্তি ও সনদ প্রদান করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের ২য় সংলগ্নী ভবনের ব্যাংকিং হলে 'আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি' শীর্ষক এ স্বীকৃতি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম। এছাড়াও ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নর ফজলে কবির ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্তদের হাতে বৃত্তি তুলে দেন

গভর্নর ফজলে কবির তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীতে জ্ঞান, তথ্য ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে। তাই শিশুদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে আমাদের নজর দিতে হবে। তিনি ব্যাংক কর্মীদের সন্তানদের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির আলাউদ্দিন ছাত্রবৃত্তি প্রদানের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন। এসময় গভর্নর ফজলে কবির শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ার প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দেন।

ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান শিক্ষাবৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান। তিনি ব্যাংক কর্মীদের সন্তানের মেধার বিকাশ এবং তাদের সৃজনশীলতায় অনুপ্রেরণা প্রদানে কো-অপারেটিভের ছাত্রবৃত্তি কর্মসূচির প্রশংসা করেন।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতির পক্ষ থেকে সফলভাবে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন সম্পন্ন করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ব্যাংক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে কোনো সমস্যা সমাধানেও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি পাশে থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ মফিজুল ইসলাম। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমিতির সম্পাদক মোঃ রজব আলী। তিনি জানান, ২০০৮ সাল থেকে সমিতির উদ্যোগে চালুকৃত আলাউদ্দিন মেধা ছাত্রবৃত্তি পেয়েছে প্রায় দুই হাজার ৯০০ জন শিক্ষার্থী। এতে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি গাজী সাইফুর রহমান।

ভিসা ছাড়াও বিদেশ যেতে মিলবে বৈদেশিক মুদ্রা

অবতরণের পর ভিসা দেয় ও ভিসা ছাড়াই প্রবেশ করা যায়– এমন দেশ ভ্রমণে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা এখন ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাবেন। তবে বার্ষিক ভ্রমণ কোটার বেশি মুদ্রা কোনোভাবেই পাওয়া যাবে না। এছাড়া দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিদেশ সফরে প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করার ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। ১৬ মে ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সার্কভুক্ত দেশ ও মিয়ানমার ভ্রমণের ক্ষেত্রে বছরে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার ব্যয় করা যায়। এ ছাড়া অন্য দেশগুলোর জন্য বছরে সর্বোচ্চ ৭ হাজার ডলার ব্যয় করা যায়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে একজন ব্যক্তির ১২ হাজার ডলার খরচের সুযোগ রয়েছে। চিকিৎসা বাবদ বছরে অনুমোদন ছাড়াই ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত খরচের সুযোগ রয়েছে। পাসপোর্টের তথ্যসংক্রান্ত ওয়েবসাইট পাসপোর্ট ইনডেক্সের তথ্যমতে, বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা ৩৬টি দেশে ভিসা ছাড়াই প্রবেশ করতে পারেন। এর মধ্যে ২০টি দেশ অবতরণের পর ভিসা দেয় ও ১৬টি দেশ ভিসা ছাড়াই ঢুকতে দেয়। অর্থাৎ এসব দেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিরা এখন ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পাবেন। আগে এসব দেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যাংক সর্বোচ্চ ২০০ ডলার পর্যন্ত এন্ডোর্স করতে পারত। এখন থেকে এসব দেশ ভ্রমণেও গ্রাহককে সীমার মধ্যে খরচ করতে হবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বর্তমানে কিছু দেশে অবতরণে পর ভিসা প্রদান করা হয়। এ ধরনের দেশে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশিরা ভিসা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট দেশ বা অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য অব্যবহৃত বার্ষিক ভ্রমণ কোটার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করতে পারবে। অবতরণের পর ভিসা পাওয়া যায় এমন দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে গ্রাহক ব্যাংকের কাছে তথ্য জমা দিলে ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা দেবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিদেশ সফরে প্রাপ্য সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের প্রাপ্য বৈদেশিক মুদ্রা ছাড়করণের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

স্থানীয় সরবরাহকারীর মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ

আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় স্থানীয়ভাবে পণ্য সরবরাহকারীকে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা যাবে। ১৫ জুন ২০১৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা জারি করে অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীর কাছে প্রেরণ করে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন ছাড়াও আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের ক্রয়াদেশ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ঠিকাদারের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ঋণপত্র স্থাপন করা যাবে।

বৈদেশিক মুদ্রায় স্থাপিত ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত এফসি (ফরেন কারেন্সি) ক্লিয়ারিং হিসাবের মাধ্যমে বিলমূল্য পরিশোধ নিষ্পত্তি করতে হবে।

বিলমূল্য বাবদ প্রাপ্ত মূল্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা অনুযায়ী গ্রাহকের প্রয়োজনীয় আমদানি ব্যয় নির্বাহের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় ৩০ দিন সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাংক সংশ্লিষ্টরা জানান, সরকারি বিভিন্ন সংস্থা আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে পণ্য ক্রয় করে থাকে। এ দরপত্রে আন্তর্জাতিক সব নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে স্থানীয় অনেক সরবরাহকারী অংশ নেন এবং কাজও পান। কিন্তু সরবরাহকারী স্থানীয় হওয়ায় তাদের বিলমূল্য স্থানীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন এ নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন থেকে আন্তর্জাতিক দরপত্রের আওতায় স্থানীয় সরবরাহকারীরাও বৈদেশিক মুদ্রায় বিলমূল্য পাবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনায় আরো বলা হয়, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতিমালা অনুসারে, স্থানীয় উৎস হতে কাঁচামাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে রফতানিমুখী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো বৈদেশিক মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র স্থাপন করতে পারে।

রাজশাহী অফিস

১০ টাকার হিসাবধারীদের ঋণ বিতরণ

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে ৫ মে ২০১৬ আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারীদের ব্যাংক-এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের

কর্মশালায় প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথি

ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক নুরুন নাহারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালাটিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহীর নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ব্যাংক এবং এমএফআই প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে ২০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের আওতায় ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষক এবং প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এমএফআই লিংকেজ ও নিজস্ব সক্ষমতায় ব্যাংকসমূহকে ঋণ বিতরণের আহ্বান জানান এবং এ ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা বা মতামত থাকলে তা উপস্থাপনের জন্য পরামর্শ দেন। সভাপতি আলোচ্য কর্মশালায় পুনঃঅর্থায়ন বিষয়ক নীতিমালা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন।

প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত 'Classification, Provisioning and Re-scheduling of Loan' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ৫-৬ জুন ২০১৬ মেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের মোট ৮০ জন কর্মকর্তা এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উপমহাব্যবস্থাপক শেখ মোঃ সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে প্রধান অতিথি

বরিশাল অফিস

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ জুন ২০১৬ অফিসের সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অফিসের উপমহাব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের মূল আলোচক বরিশাল অফিসের মেডিকেল অফিসার (এডি) ডা. মনিরুজ্জামান খান পবিত্র মাহে রমজানে দীর্ঘ সময় উপবাস থাকার স্বাস্থ্যগত উপকারিতা এবং রমজানে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যাভ্যাসসহ গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, অ্যাজমা ইত্যাদি রোগীদের নিয়মিত ঔষধ গ্রহণের মাধ্যমে সুস্থতার সাথে রোজা রাখার উপায় এবং রমজানে করণীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী উপস্থিত সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানে আত্মসংযমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনভাবে জীবন-যাপনের পরামর্শ দেন এবং আলোচক ডা. মনিরুজ্জামান খানকে ধন্যবাদ জানান।

স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভায় প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখছেন

ময়মনসিংহ অফিস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসে ১০ মে ২০১৬ বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৬ এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহের উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি

প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন

মোঃ মাহবুবউল হকের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ব্যাংক ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মোঃ শহীদুল্লাহ রায়হানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইমাম হাসান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ রজব আলী ও যুগ্মপরিচালক মোঃ আবু বকর সিদ্দিক। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

খুলনা অফিস

প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নির্ভুল ও যথাযথভাবে ঋণ গ্রহীতার তথ্য রিপোর্টিং এবং এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিলক্ষিত সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারণা দিতে ১১-১২ মে ২০১৬ খুলনা অফিসে অনুষ্ঠিত হয় CIB Business Rules & Online System শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট ৮০ জন কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির উদ্যোগে এবং খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-২) এর ব্যবস্থাপনায় এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) মোঃ মতিউর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থানীয় আঞ্চলিক প্রধানগণ।

প্রধান অতিথি ও কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

কর্মশালা পরিচালনা করেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) মোঃ মতিউর রহমান, প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর যুগ্মপরিচালক মুন্সী মোহাম্মদ ওয়াকিদ এবং উপপরিচালক নূরজাহান আখতার। কোর্সের স্থানীয় সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং ২) এর উপপরিচালক সন্জয় কুমার দত্ত।

স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক পরামর্শ সভা

খুলনা অফিসের চিকিৎসা শাখা ও কেন্দ্রের আয়োজনে ২৭ এপ্রিল ২০১৬ অফিসের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক ষাণ্মাসিক পরামর্শ সভা। চিকিৎসা শাখা ও কেন্দ্রের উপমহাব্যবস্থাপক (ডিসিএমও) ডা. শেখ রাফিউল্ল্যার সঞ্চালনায় বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন ঢাকা থেকে আগত বিশিষ্ট ডায়াবেটিক ও অ্যান্ডোক্রাইন বিশেষজ্ঞ ডা. সিফাত বিন রউফ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে সভায় যোগদান করেন। অফিসের বিভাগসমূহের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং ডায়াবেটিস ও সাধারণ স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞের কাছে তাদের জিজ্ঞাসা তুলে ধরেন।

এছাড়া, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সভায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য বিনামূল্যে ডায়াবেটিক পরীক্ষা ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট ও পুস্তিকা বিতরণ করে।

শিশু দিবস উদ্‌যাপন

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনা ইউনিটের আয়োজনে ৬ মে ২০১৬ খুলনা অফিস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন, সাধারণ জ্ঞান ও রচনা প্রতিযোগিতা। এতে প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ রবিউল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে এ আয়োজনে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। প্লে গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েরা পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে চিত্রাঙ্কন এবং সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে রচনা প্রতিযোগিতায়। অফিসের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকার্স ক্লাবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

খুলনা নগরীর পিটিআই মোড়ে অবস্থিত ব্যাংকার্স ক্লাবের হুদা মিলনায়তনে ক্লাবের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১১ এপ্রিল ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারের মতো এবারও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ স্থানীয় ৪০টি ব্যাংকের প্রায় ৬৪১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ১৮টি ইভেন্টে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ক্লাবের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ সময় সেখানে ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিভিন্ন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও সমপদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিক প্রধানগণ। পরে একই স্থানে ক্লাবের উপদেষ্টা ও কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক স্টাফ কোয়ার্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৬ এপ্রিল ২০১৬ বানিয়াখামার কর্মচারী নিবাস প্রাঙ্গণের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ও পুরস্কার বিতরণ করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক শেখ আজিজুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং ২) এর উপমহাব্যবস্থাপক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি প্রভাস কুমার দত্ত।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সম্পাদক তৃপ্তি মল্লিকসহ অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষার্থী ছাড়াও কর্মচারী নিবাসে বসবাসকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। পাঁচটি বিভাগে ২৩টি ইভেন্টে প্রায় শতাধিক প্রতিযোগী এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করে।

প্রধান অতিথি একজন বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন

ইসলামি ব্যাংকিং: প্রচলিত ধারণা ও মূল্যায়ন

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ইসলামি ব্যাংকিং হ'ল ইসলামি শরিয়াহ্‌র ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও এর মাধ্যমে সুদের অভিশাপ ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজ ও অর্থনীতিতে সুবিচার ও ইনসাফ নিশ্চিত করা। এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা বর্তমানে শুধু বাস্তব সত্যই নয়, এর সাফল্য ও অগ্রগতি এবং সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি যারা গতানুগতিক ধারায় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তারাও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সফলতায় আকৃষ্ট হয়ে প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোতে ইসলামি ব্যাংকিং ধারা চালু করছেন।

অঞ্চলভিত্তিক ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে শরিয়াহ্‌ভিত্তিক আর্থিক লেনদেন অনেক আগে থেকেই প্রচলিত থাকলেও সত্তর/আশির দশক হতে আধুনিক ইসলামি কমার্শিয়াল ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হতে শুরু করে। বিভিন্ন দেশের মতো এদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থাতেও ইসলামিক ব্যাংকিং খুব দ্রুতই ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ধর্মভীরুতা ও ধর্মান্ধতার কারণে নিজেদের আর্থিক লেনদেনে অনেকে ইসলামি ব্যাংকিং সম্পৃক্ততা বজায় রাখলেও এ সম্পর্কে অনেকের ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়। এ ধারণাকে একেকজন একেকভাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। নিম্নে ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা ও তার মূল্যায়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল-

১. ঘুরিয়ে সুদ খাওয়ার ভুল ধারণা

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা আসলে একই। ইসলামি ব্যাংকসমূহ একটু ঘুরিয়ে সুদ খায়। তাদের মতে, সুদ বলুন আর মুনাফা বলুন, আসলে দুটি একই। কথাটা আদৌ সঠিক নয়, কারণ ইসলামি ব্যাংকিং শরিয়াহ্‌র মূলনীতিগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতি ও আর্থিক লেনদেন বিষয়ে পবিত্র কোরআনের বাণী ও হাদিসের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলেমগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাই হ'ল ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ভিত্তি। শরিয়াহ্‌ কাউন্সিল ও সমন্বিত মতামতের ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনায় আমানত সংগ্রহে ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরিয়াহ্‌ পরিপালন করার মাধ্যমে সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ইসলামি ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য।

২. শতকরা হার এবং নির্ধারিত হার সম্পর্কে বিভ্রান্তি

সুদের হিসাব শতকরা হারে করা হয় বলে শতকরা হার শুনলেই তাকে আমরা সুদ মনে করি, যা মোটেও ঠিক নয়। শতকরা হার হ'ল একটা হিসাব পদ্ধতি মাত্র। দেখতে হবে এর প্রয়োগ কোথায় কিভাবে হচ্ছে। ব্যবসায়ীগণ বছরের শেষে হিসাব করতে গিয়ে ব্যবসায় কি পরিমাণ লাভ বা ক্ষতি হয়েছে তা শতকরা হার দ্বারা হিসাব করতে পারেন। কত টাকা ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়েছিল এবং এতে কত টাকা লাভ বা লোকসান হয়েছে তা শতকরায় হিসাব করতে শরিয়াহ্‌র কোনো নিষেধ নেই। একইভাবে মালামাল ক্রয়ে কত টাকা খরচ হয়েছে, ক্রয়মূল্যের সাথে শতকরা কত টাকা লাভ করলে পোষাবে, এসকল বিষয় চিন্তা করে পণ্যের বিক্রয়মূল্য নির্ণয় করাতে শরিয়াহ্‌ বিরোধী কিছু নেই।

নির্ধারিত হলেই তা সুদ এবং হারাম, বিষয়টি আসলে এমন নয়। বাজার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করলে অনেক নির্ধারিত মূল্যের দোকান দেখা যায় যেখানে ক্রয়-বিক্রয় করতে আমরা স্বস্তিবোধ করি। আমরা নির্ধারিত রেটেই আমাদের বাড়ি বা কোনো সম্পদ ভাড়া দিয়ে থাকি। আমরা যদি কোনো গাড়ি কিনে কাউকে চালাবার জন্য ভাড়া দেই, তখন গাড়ি কিনতে কত টাকা খরচ হয়েছে, দৈনিক বা মাসিক কিংবা বার্ষিক কত ভাড়া হলে লাভজনক হবে, কিংবা যে পরিমাণ পুঁজি খেটেছে তাতে কত হারে ভাড়া ধরলে লাভবান হওয়া যাবে তা নির্ধারণ করে কাউকে ভাড়া দিতে শরিয়াহ্‌র কোনো আপত্তি নেই। বরং ভাড়া নির্ধারিত না করলে পরবর্তী সময়ে মালিক পক্ষ ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে একটা মনোমালিন্যের আশঙ্কা থেকেই যায় যা মূলত শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এমনকি কেউ কোনো কিছু ভাড়া নিয়ে সেটির ব্যবহার না করলেও তার ভাড়া যথাসময়ে দিতে বাধ্য থাকবে। সুতরাং লাভের পরিমাণ নির্ধারিত হলেই তা সুদ হবে বিষয়টি এমনও নয়।

৩. সুদ ও মুনাফার পার্থক্য বুঝতে না পারা

আরবি 'রিবা' যার শাব্দিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, বেশি হওয়া, মূল যেটা বেড়ে যাওয়া, অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত হারে অধিক পরিমাণ অর্থের বিনিময় এবং দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে একই জাতীয় সামগ্রীর কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণে বিনিময় করা হলে অর্থ বা পণ্যের অতিরিক্ত অংশকে বলা হয় রিবা বা সুদ। বিনিময় মূল্য ছাড়া আসলের অতিরিক্ত যা নেয়া হয় তা-ই সুদ।

অন্যদিকে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক উপার্জনকে মুনাফা বলা যায়। কেনা-বেচার ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার লাভ লোকসানের সম্মতির ভিত্তিতে বিক্রেতা তার ক্রয় মূল্যের সাথে আনুষঙ্গিক খরচসহ উৎপাদন খরচের অতিরিক্ত যে অর্থ পায় বা পাওয়ার আশা রাখে তাকেই মুনাফা বলে।

সুদ	মুনাফা
১. সুদের সম্পর্ক ঋণের সাথে।	১. মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।
২. সুদে শ্রম ও সময় দিতে হয় না।	২. মুনাফায় শ্রম ও সময় দিতে হয়।
৩. সুদ নিশ্চিত ও নির্ধারিত।	৩. মুনাফা অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত।
৪. সুদে কোনো লোকসানের ঝুঁকি নাই।	৪. মুনাফায় লোকসানের ঝুঁকি আছে।
৫. সুদ বারবার নির্ধারণ করা যায়।	৫. মুনাফার ক্ষেত্রে তা করা যায় না।

৪. ইসলামি ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য নিয়ে বিভ্রান্তি

ইসলামি ব্যাংকিংয়ের 'বাই' বা ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সাথে প্রচলিত

ব্যাংকিংয়ের ঋণ প্রদান পদ্ধতির ক্ষেত্রে দৃশ্যত কোনো কোনো মিল পরিলক্ষিত হতে পারে। এ মিল বা সাদৃশ্য দেখে দুটিকে কোনোভাবেই এক বলে মনে করে নেয়া ঠিক নয়, কারণ দুটি পদ্ধতির মধ্যে বাহ্যিকভাবে কিছু মিল থাকলেও পদ্ধতি দুটি এক নয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রচলিত ব্যাংকিংয়ের সাথে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু তাদের মধ্যে আসল পার্থক্য বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতিতে। ইসলামি ব্যাংকিং আল্লাহ্‌র বিধান ও শরিয়াহ্‌কে মানবজাতির কল্যাণের উৎস রূপে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রচলিত ব্যাংকিংয়ে এ ধরনের বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় না, মুনাফা অর্জনই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ইসলামি ব্যাংকিংয়ে গ্রাহকের সাথে কখনো সুদ দেয়া বা নেয়ার চুক্তি করা হয় না। সুদের পরিবর্তে বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইসতিসনা, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা ইত্যাদি শরিয়ত অনুমোদিত ব্যবসায়িক চুক্তি করা হয়। ইসলামি ব্যাংকিং ও সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের মৌলিক পার্থক্য এ সকল চুক্তির মধ্যেই নিহিত। চুক্তির মাধ্যমেই গ্রাহক ও ব্যাংকের স্ট্যাটাসে পরিবর্তন আসে। সুদভিত্তিক ব্যাংক ঋণ প্রদান করে তার বিনিময়ে সুদ গ্রহণের চুক্তি করে। পক্ষান্তরে ইসলামি ব্যাংকিংয়ে করা হয় কখনো পণ্য বিক্রয় চুক্তি, কখনো ইসতিসনা চুক্তি, মুদারাবা চুক্তি, মুশারাকা চুক্তি ইত্যাদি। সুদভিত্তিক ব্যাংক যেখানে গৃহ নির্মাণ ঋণ দেয়, সেখানে শরিয়াহ্‌নির্ভর ব্যাংক গৃহ নির্মাণের জন্য গ্রাহকের সাথে ইজারা বিল বাই তাহতা-শিরকাতিল মিল্ক বা HPSM চুক্তি করে। এভাবে শরিয়াহ্‌ সম্মত চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহক ও ইসলামি ব্যাংকের মধ্যে সুদদাতা ও সুদগ্রহীতার বদলে কখনো ক্রেতা ও বিক্রেতা, কখনো মুদারিব ও সাহিব-আল-মাল, কখনো ব্যবসায়িক ও অংশীদার, কখনো মালিক ও ভাড়াটিয়া, কখনো অর্ডারকারী ও নির্মাতা বা সরবরাহকারী, আবার কখনো শ্রমিক ও মজুর সম্পর্কের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে গ্রাহক ও ব্যাংকের উভয় পক্ষের উপর শরিয়াহ্‌র বিভিন্ন রকম অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হয়। এগুলো পালন করার কারণেই শরিয়াহনির্ভর ব্যাংকের আয়-উপার্জন সুদ না হয়ে মুনাফায় পরিণত হয়।

৫. অ্যাকাউন্ট হোল্ডারদের নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান সম্পর্কে ভুল ধারণা

একটি বহুল প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, ইসলামি ব্যাংকসমূহে টাকা জমা রাখলেও তারা শতকরা নির্ধারিত হারে মুনাফা প্রদান করে। অর্থাৎ প্রচলিত ব্যাংক টাকা জমা রাখলে যেমন নির্ধারিত হারে সুদ দেয়া হয়, তেমনিভাবে ইসলামি ব্যাংকসমূহেও নির্ধারিত হারে মুনাফা দেয়া হয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে, ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইসলামি ব্যাংকসমূহে টাকা রাখলে নির্দিষ্ট হারে (যেমন: ৬%, ৭%, ৮%, ইত্যাদি) মুনাফা দেয়ার কোনো পদ্ধতি আদৌ নেই। ইসলামি ব্যাংকে আমানতকারীদের মুনাফা ব্যাংকের অর্জিত মুনাফা ও ক্ষতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং মুনাফার হার সেভাবে উঠা-নামা করে। ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুদারাবা ভিত্তিতে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা জমা নেয়ার পর জমাকারীদের বলা হয় সাহিব-আল-মাল (মূলধনকারী) আর ব্যাংককে বলা হয় মুদারিব (ব্যবসা পরিচালনাকারী)। ইসলামি ব্যাংকসমূহ উক্ত মুদারাবা ফান্ড শরিয়াহ্‌ অনুমোদিত বিভিন্ন পন্থায় বিনিয়োগ করে থাকে। লাভ লোকসান হিসাব করার জন্য বছরের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। গ্রাহকের সুবিধার্থে ব্যাংক বছরের শেষ দিন পর্যন্ত গ্রাহককে আটকে না রেখে বিগত বছরের লাভের আলোকে একটা আনুমানিক লাভ (প্রভিশনাল রেটে) গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেয়। বছরের শেষে হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে লাভের বাকি অংশ (যদি থাকে) দিয়ে সমন্বয় করা হয়। অনুমিত লাভের চেয়ে প্রকৃত লাভ কম হলে গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে তা কেটে সমন্বয় করা হয়। আর ইসলামি চুক্তি অনুযায়ী আল-ওয়াদিয়াহ হিসেবে কোনো মুনাফা প্রদান করে না।

৬. বিনিয়োগ হিসেবে নির্ধারিত হারে মুনাফা ধার্য সংক্রান্ত ভুল ধারণা

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা হচ্ছে, ইসলামি ব্যাংকসমূহ থেকে বিনিয়োগ নিলে প্রচলিত ব্যাংকের মতোই নির্ধারিত হারে মুনাফা দিতে হয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে প্রচলিত ব্যাংকের সুদ সবসময় নির্ধারিত ও শতকরা হারে ধার্য করা হয় বলে অনেকের মধ্যে এ ধরনের একটা বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে যে, নির্ধারিত ও শতকরা হারে ধার্য হলেই তা সুদ। এ বদ্ধমূল ধারণা আসলে ঠিক নয়। ইসলামি ব্যাংকিং ক্রয়-বিক্রয়নির্ভর একটি ব্যাংকিং পদ্ধতি যেখানে মূলধনের উপর নির্ধারিত লাভ করার একটা শরিয়াহ্‌ সম্মত হালাল ব্যবসা পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়, পদ্ধতিটি হ'ল বাই-আল মুরাবাহা।

৭. লাভ লোকসান বহন করা বা না করা সম্পর্কে ভুল ধারণা

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা হ'ল, ইসলামি ব্যাংকিংয়ে কোনো লোকসান বহন করা হয় না। প্রকৃতপক্ষে তা পুরোপুরি সঠিক নয়। অর্থাৎ গ্রাহকের লোকসান হলে শরিয়াহ্‌নির্ভর ব্যাংকসমূহ তা কখনো বহন করেনা এমনটি নয়। মনে রাখতে হবে ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং তারা ইসলামের বিধান ও আইন অনুসরণ করেই ব্যবসা পরিচালনা করে। ইসলামি শরিয়াহ্‌ যে সকল পদ্ধতিতে ব্যবসা করা বৈধ ঘোষণা করেছে, ইসলামি ব্যাংক কেবল সে সকল ব্যবসা পদ্ধতিরই অনুসরণ করে থাকে। ইসলামি ব্যাংকসমূহ মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে যে বিনিয়োগ করে, সেখানে আনুপাতিক হারে লাভ লোকসানের অংশ বহন করে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামি ব্যাংক ও গ্রাহকগণের মধ্যে যে পার্টনারশিপ সম্পর্কের সৃষ্টি হয় সেখানে মূলধন প্রদানকারী হ'ল ব্যাংকের গ্রাহক আর ব্যাংক হ'ল তার পরিচালনাকারী। এক্ষেত্রে লাভ-লোকসানের বণ্টন পার্টনারশিপ চুক্তির নির্ধারিত হারেই হতে হবে। ব্যাংক মুনাফা করলে গ্রাহক যেমন তার বিনিয়োগকৃত মূলধনের বিনিময়ে মুনাফা অর্জন করবে ঠিক একইভাবে ব্যাংক সেই মূলধনের পরিচালনাকারী হিসেবে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। অন্যদিকে লোকসানের ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগকারী তার মূলধনের উপর লোকসান বহন করবে আর ব্যাংক তার পরিচালনাকারী হিসেবে পারিশ্রমিক প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হবে। তাই ব্যাংকের ক্ষেত্রে আর্থিক লোকসান দৃশ্যমান হয় না।

৮. সকল পণ্যে একই হারে লাভ নির্ধারণ করা সম্পর্কে ভুল ধারণা

ইসলামি ব্যাংকিং সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা হ'ল, বাস্তবে যারা ব্যবসা করেন তারা সকল পণ্যে একইরকম মুনাফা অর্জন করেন না, বিভিন্ন আইটেমে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ লাভ করেন। আবার তারা সকল ক্রেতার থেকে সমান দামও রাখেন না। অথচ ইসলামি ব্যাংকিং যদি ব্যবসানির্ভরই হয় তবে কোনো মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন সকল পণ্যের উপর একই পরিমাণ লাভ দিতে হয়। এ বিষয়ে দেখা দরকার লাভ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শরিয়াহ্‌ কি বলে। কোন পণ্যে কত লাভ করা যাবে এরূপ কোনো নির্দেশনা কুরআন বা হাদিসে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ চালে কত, ডালে কত, ধান, আটা যব, লবণ, কোনটিতে কত লাভ করা যাবে, এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা কুরআন হাদিসে নেই। আবার সকল পণ্যে এক রকম লাভ করা যাবে না এরূপ কোনো নিষেধাজ্ঞাও নেই। আসলে শরিয়াহ্‌তে বিষয়টিকে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। কারণ লাভ নির্ণয়ের বিষয়টি নির্ভর করে স্থান-কালপাত্র ভেদে। তবে মুনাফাখোর তথা অধিক মুনাফা (অযৌক্তিক মুনাফা) অর্জনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

৯. খেলাপি গ্রাহকের ক্ষতিপূরণ আরোপে সুদি ব্যাংকের চক্রবৃদ্ধির সাদৃশ্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি

ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে আরেকটি ভুল ধারণা হ'ল, কোনো গ্রাহক নির্ধারিত সময়ে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য পাওনা টাকার উপর নির্দিষ্ট হারে ক্ষতিপূরণ আরোপ করে। এক্ষেত্রে প্রচলিত সুদি ব্যাংকের সাথে তাদের আচরণ ও পদ্ধতির তেমন কোনো পার্থক্য নেই। নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ না করলে শরিয়াহ্‌র বিধান সম্পর্কে জানলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা এ প্রসঙ্গে বলেন-

'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যদি অস্বচ্ছল হয়ে পড়ে তাহলে তাকে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও, আর সদকাহ্‌ করা (এরূপ অস্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দেয়া) তোমাদের জন্য উত্তম। (সুরা আল বাকারা-২৮০)'

দেনাদার অস্বচ্ছল হলে মাফ করাকে পবিত্র কুরআনে উত্তম বলা হয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে টাকা ধার দিয়ে পাওনা টাকা মাফ করা আর মুদারাবা ব্যবসা করার চুক্তিতে মানুষের নিকট থেকে টাকা জমা নিয়ে সেই টাকা কাউকে প্রদান করে তা (মুদারিব কর্তৃক) মাফ করে দেয়া এক কথা নয়। ইসলামি ব্যাংকসমূহের যে টাকা খেলাপি গ্রাহকের নিকট পাওনা, তা কোনো ব্যক্তি বিশেষের টাকা নয়। ব্যবসার উদ্দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাকারীদের টাকা। তারা ব্যাংকে টাকা দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য, মানুষকে টাকা দিয়ে তা মাফ করে দেয়ার জন্য নয়। অতএব, কোথাও মাফ করার প্রয়োজন হলে তার যথার্থ শরয়ী কারণ থাকা দরকার এবং অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি অত্যন্ত ব্যাপক এবং খেলাপিদের থেকে টাকা দ্রুত আদায়ের বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। এ কারণে এ

দেশের ইসলামি ব্যাংকগুলোতে কম্পেন্সেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে একজন গ্রাহক যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ না করলে মেয়াদোত্তীর্ণ হবার পর ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়, সুদি ব্যাংকের মতো পেনাল্টি ইন্টারেস্ট আরোপ করা হয় না। ফলে খেলাপি গ্রাহক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। আর এ ক্ষতিপূরণের টাকা শরিয়াহ্ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শরিয়াহ্ অনুমোদিত পন্থায় ব্যয় করা হয়।

১০. সুদি ব্যাংকের ন্যায় ইসলামি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিদেশি ব্যাংকের সাথে সুদি লেনদেনে যুক্ত

অনেকে মনে করেন, ইসলামি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের লেনদেন যেহেতু সুদভিত্তিক, সেহেতু ইসলামি ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে সুদের ভিত্তিতেই লেনদেন করতে হয়। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বিদেশি ব্যাংকগুলো সুদ ছাড়া অন্য কিছু বুঝে না, কাজেই কেউ কেউ মনে করেন ইসলামি ব্যাংক যতই দাবি করুক তারা সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিচালনা করছেন, আসলে তা সম্ভব হচ্ছেনা এ ধারণাও সঠিক নয়। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকসমূহের সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যেমন ইসলামি ব্যাংকসমূহের বেলায় যে পরিমাণ এস এল আর (স্ট্যাটিউটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ) বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখা হয় তার বিপরীতে কোনো মুনাফা নেওয়া হয় না। এছাড়া আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে বা বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ সুদ আয় হয় তা ইসলামি ব্যাংকসমূহের অর্জিত মুনাফার সাথে একীভূত না করে আলাদাভাবে সন্দেহযুক্ত আয় হিসেবে নিয়ে তা জনহিতকর কাজে ও সিএসআর (কর্পোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি) কাজে ব্যয় করা হয়।

১১. বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে ইসলামি ব্যাংকসমূহের মর্টগেজ নেয়া প্রসঙ্গে বিভ্রান্তি

মনে করা হয়, ব্যাংকে মর্টগেজ রাখার মতো যাদের কোনো সহায় সম্পদ নেই, তারা ইসলামি ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ পায় না। যাদের ব্যাংকে বন্ধক রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা জমি, সহায় সম্পদ আছে, ইসলামি ব্যাংক হতে কেবল তারাই বিনিয়োগ পায়। অর্থাৎ যার কিছুই নেই তাকে উন্নয়নের জন্য ইসলামি ব্যাংক নয় বরং যার আছে তাকে আরো সম্পদশালী বানানোর জন্যই ইসলামি ব্যাংক কাজ করছে। এটাই কি ইসলামের নীতি ?

প্রকৃত অবস্থা হ'ল এটি আরেকটি ভুল ধারণা। কাউকে ঋণ দিলে ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ মর্টগেজ (বন্ধক) নেয়া কিংবা কারো নিকট বাকিতে মালামাল বিক্রয় করলে পাওনা টাকা আদায় করার নিশ্চয়তাস্বরূপ ক্রেতার নিকট থেকে কোনো সহায় সম্পদ বন্ধক নেয়া শরিয়াহ্ মতে বৈধ, বন্ধক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলেছেন-

'আর যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধকি বস্তু হস্তগত করা উচিত। (সূরা আল বাকারা-২৮৩)'

উক্ত আয়াতে ঋণ আদায়ের নিশ্চয়তাস্বরূপ বন্ধক নেয়ার কথা বলা হয়েছে, আয়াতে সফরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলেও শুধু সফর নির্দিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। সফর ব্যতীত অন্য অবস্থায় বন্ধক নেয়া বৈধ। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। কারণ রাসুল (সাঃ) মুকীম অবস্থায় (সফরে না থাকা অবস্থায়) বন্ধক রেখেছেন।

রাসূল (সাঃ) নিজে বন্ধক রেখেছেন-

'হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে বাকিতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন এবং তার নিকট রাসূল (রাঃ) তাঁর লৌহ বর্মটি বন্ধক রেখেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)।'

স্বয়ং রাসূল (সাঃ) নিজের লৌহবর্ম বন্ধক রেখে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন (বাকিতে) রাসূল (সাঃ) মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা বিধান করার জন্যই বন্ধক রেখেছিলেন। তখন রাসূল (সাঃ) কোনো সফরে ছিলেন না। কুরআন ও সুন্নাহর উল্লেখিত বিধানের আলোকেই ইসলামি ব্যাংক বন্ধক নিয়ে থাকে। যেহেতু বন্ধক নেয়া শরিয়াহ্ মতে বৈধ, কাজেই ইসলামি ব্যাংকসমূহের বন্ধক চাওয়াতে আপত্তি করার কিছু নেই। এটাকে ইসলামের পরিপন্থী মনে করারও কিছু নেই।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইসলামি ব্যাংকিং নিছক কোনো ব্যবসা নয়। এটি অর্থনৈতিক শোষণ ও সুদের মহাপাপ থেকে মানবতাকে মুক্ত করা ও কল্যাণমুখী ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি মহৎ প্রচেষ্টা। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ব্যাংকিং সেক্টরের লাইসেন্স প্রদানকারী ও মনিটরিংয়ের একক সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিবিআই-৪ ইসলামি ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের সাথে জড়িত। ইসলামি ব্যাংকসমূহের শরিয়াহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণে দরকার একটি সেন্ট্রাল শরিয়াহ্ বোর্ড, রেগুলেশনের জন্য দরকার যথাযথ পলিসি এবং মনিটরিংয়ে শরিয়াহ্ ও ব্যাংকিংয়ে জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনবল। যথাযথ গবেষণার দ্বারা ইসলামি ব্যাংকিংয়ের নতুন নতুন প্রোডাক্ট আবিষ্কার ও মার্কেটিং একদিকে যেমন ইসলামি ব্যাংকগুলোকে প্রতিযোগিতায় টিকতে সাহায্য করবে অন্যদিকে শরিয়াহ্র পরিপালন দ্বারা সুদমুক্ত শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ জনবান্ধব ইসলামি অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখবে।

■ *লেখক : এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.*

আল্লাহ্র বিধান ও শরিয়াহ্ মোতাবেক ইসলামি ব্যাংকিং পরিচালিত হয়

পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন তাঁর সুপারভাইজার ছিলেন। নির্মল চন্দ্র ভক্ত Foreign Exchange Risk Management in Banking Sector of Bangladesh বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে যোগদান করেন। তিনি বাগেরহাট জেলার চিতলমারী উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অশ্বিনী কুমার ভক্ত এবং সিন্ধু রাণী ভক্তের পুত্র।

নারীর কর্মসংস্থানে ২০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল

তৃতীয় পর্ব

নারী উন্নয়ন ফোরামের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে গ্রামের নারীরা

ফরিদপুর মাচ্চর

ফরিদপুরের মাচ্চর এলাকার বাসিন্দা চায়না রানী বিশ্বাস একজন ব্যাগ তৈরির কারিগর। সনাতন ধর্মাবলম্বী পরিবারের গৃহিণী সংসারের সব কাজ নিজ হাতে করার পাশাপাশি একটি সেলাই মেশিন কিনে তা দিয়ে বাজারের ব্যাগ (পুরাতন সিমেন্টের ব্যাগ হতে) তৈরি করেন। স্বামী স্থানীয় বাজারে কাঠমিস্ত্রি ও রংমিস্ত্রি'র কাজ করেন। স্বামী-স্ত্রী এবং তিন ছেলে নিয়ে তাদের সংসার। ছেলেরা সবাই পড়াশোনা করছে। ১৬ বছর বয়সী বড় ছেলে এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং ১৩ বছর বয়সী মেজ ছেলে ক্লাস সেভেনের ছাত্র। ৬ বছর বয়সী ছোট ছেলে এবার নার্সারিতে ভর্তি হয়েছে। চায়না রাণী প্রতিদিন গড়ে ৫০-৬০টি ব্যাগ সেলাই করেন।

সিমেন্টের পুরাতন বড় ব্যাগ প্রতিটি ৬ টাকা দরে কিনে তা থেকে দুটি মাঝারি ও একটি ছোট ব্যাগ তৈরি করেন। মাঝারি ব্যাগ প্রতিটি ৫ টাকা এবং ছোট ব্যাগ ৪ টাকা দরে বিক্রি করেন। এছাড়া বড় একটি সিমেন্টের ব্যাগ থেকে ফুলগাছের চারা রোপণের জন্য ব্যবহৃত ছোট সাইজের ১০টি ব্যাগ তৈরি করা যায়, যার প্রতিটির বাজার মূল্য ৩ টাকা। এতে মাস শেষে সেলাইয়ের কাজে ব্যবহৃত সুতা ও কাঁচামালের খরচ বাদে তার ৯,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা লাভ হয়। একটু বেশি লাভের আশায় চায়না এসব ব্যাগ তৈরির পর স্থানীয় বাজারের এক দোকানের মাধ্যমে তা ক্রেতাদের সরবরাহ করেন। ৪-৫ বছর পূর্বে শুরু করা ব্যবসায় পুঁজির অভাবে প্রথমদিকে খুব একটা এগোতে পারেননি তিনি। পরে ২০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে ৩০,০০০ টাকা ঋণ সুবিধা পাওয়ার

পর একসাথে বেশি কাঁচামাল কিনেন। আর তা থেকে আরো বেশি ব্যাগ তৈরি করে চায়না বর্তমানে বেশ ভালো ব্যবসা করছেন। ব্যবসায় লাভের জমানো টাকা দিয়ে নিজেদের ৫ শতাংশের বাড়ির মাটির পাটাতনের ঘরগুলোর চারপাশে ইটের দেয়াল দিয়েছেন। সম্প্রতি বাড়ির পাশেই আরও ৪ শতাংশের একটু খালি জমিও কিনেছেন। এছাড়া বাড়িতে পল্লি বিদ্যুতের লাইন নেয়ার পর টিভি কিনেছেন। চায়নার স্বপ্ন এভাবেই ব্যবসাটাকে আরও বৃদ্ধি করে এর আয় থেকে তার ছেলেদের লেখাপড়া চালিয়ে নেয়া। স্বামীর আয়ে সংসারের দৈনন্দিন ব্যয় মেটানোর পাশাপাশি নিজের আয়ে সংসারের বাড়তি খরচ মেটাতে পারায় চায়না এখন অনেকটা আত্মবিশ্বাসী।

ফরিদপুর খাবাশপুর

পূর্ব খাবাশপুরনিবাসী বিনা বেগম ফেরি করে কাপড় বিক্রি করেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার স্বামীর স্বল্প উপার্জনে সংসার চালাতে গিয়ে তার হিমশিম অবস্থা। তাই একসময় সংসারের হাল নিজেই ধরেন। দুই ছেলের পড়াশুনা এবং সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি স্বামীর চিকিৎসার খরচ যোগানোর তাগিদে এবং স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতেই বিনার এই সংগ্রাম। ঢাকার মিরপুর, নরসিংদীর বাবুরহাট, কেরানিগঞ্জের কালীগঞ্জ এবং পাবনাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা সাশ্রয়ী মূল্যে শাড়ি-কাপড়, বিয়ের কস্টিউম সংগ্রহ করে ফরিদপুরের নিউমার্কেটের বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করেন বিনা। একাজে তাকে সহায়তা করে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের ১ম বর্ষপড়ুয়া বড় ছেলে।

বিনা বেগমের দেয়া তথ্যমতে ঢাকার মিরপুর, নরসিংদীর বাবুরহাট, কেরানিগঞ্জের কালীগঞ্জ এবং পাবনা এলাকার ছোট ছোট তাঁতিদের তৈরি শাড়ি স্থানীয় বাজারে প্রতিদিন নগদ টাকায় বিক্রি হয়। নগদ টাকায় কিনতে পারলে কিছুটা বেশি মুনাফায় বিনা বেগম এসব শাড়ি পরে বিক্রি করেন। তাই নগদ টাকা পুঁজির অভাবে ব্যবসা করতে গিয়ে প্রথম দিকে বেশ সমস্যায় পড়েন বিনা। এসময় নারী উন্নয়ন ফোরামের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে ৫০,০০০ টাকা ঋণ সুবিধা পেয়ে উপকৃত হন তিনি। এখন বিনা স্থানীয় বাজারে শাড়ি সরবরাহ ছাড়াও

নিজের বাড়ি থেকেই খুচরা হিসেবে মহিলাদের কাছে শাড়ি বিক্রি করেন। এভাবে ব্যবসা করে বিনা বর্তমানে সংসারের খরচ চালানোর পাশাপাশি ছেলেদের পড়াশুনার খরচও নির্বাহ করছেন। বাড়িতে টিভি, ফ্রিজ ও আলমারি কিনেছেন। বিনার স্বপ্ন ছেলে পড়াশুনা শেষ করলে তাকে বাজারে শাড়ির দোকান করে দিবেন। জরাজীর্ণ বাড়িটিকেও নতুন করে গড়ার স্বপ্ন দেখেন বিনা।

ফরিদপুর কাফুরা

ফরিদপুরের কাফুরা, গেরদার বাসিন্দা রেখা বেগম এবং তার স্বামী নাদের শেখ দু'জনেই এখন নার্সারি ব্যবসায়ী। এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে রেখার ছোট্ট সংসার। তবে স্বচ্ছলতা ছিল না সংসারে। স্বামীর আয়ে সংসারের ব্যয় মিটলেও বাড়তি আয় বা সঞ্চয় ছিল না। সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার তাগিদে বাড়তি আয়ের তাগিদ অনুভব করেন রেখা বেগম। এজন্যই বাড়ির অদূরে ১০৪ শতাংশ জমি বাৎসরিক ৭ হাজার টাকা খরচে লিজ নিয়ে ৪ বছর আগে নার্সারি ব্যবসা শুরু করেন রেখা বেগম। স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি নারী উন্নয়ন ফোরামের সহায়তায় বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে ৫০ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা নিয়ে শুরু করেন তার নার্সারি ব্যবসা।

সেই থেকে শুরু হলেও তেমন একটা সুবিধা করতে পারছিলেন না রেখা। উন্নত মানের গাছ উৎপাদনের জন্য গঙ্গাবতী বাজার হতে উন্নত গাছের কলম ডাল কিনে এনে নার্সারির গাছে লাগান। নগদ টাকায় এ কলম ডাল কেনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় ভালো মানের চারা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না রেখার পক্ষে। এসময়ই স্বল্পসুদে পুনঃঅর্থায়ন ঋণের কথা জানতে পারেন তিনি। এনজিওর সহায়তায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নগদ টাকায় ভালো কলম ডাল কিনে মৌসুমি ফলের গাছ আম ও কাঁঠালের চারা উৎপাদন করেন। মৌসুমি ফলের চারা ভালো দামে বিক্রি করেন। এবার রেখা বেগমের নার্সারি ব্যবসায় গতি আসে। পরে তিনি মৌসুমি ফলের চারার পাশাপাশি রেড্ডি, মেহগনি আর কলা গাছের চারাও

উৎপাদন করেন। ভরা মৌসুমে তার সাথে আরও ২-৩ জন নারী শ্রমিক তাকে সাহায্য করে। সব খরচ বাদেও মাসিক ১২-১৫ হাজার টাকা লাভের মুখ দেখেন রেখা। ১০ শতাংশের দোচালা টিনের ঘরই এখন রেখা বেগমের সুখের আবাস। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করানোর পাশাপাশি ভালো জামাকাপড় কিনে দিতে পারেন। রেখা বেগম ভবিষ্যতে তার এই নার্সারি ব্যবসার পরিসরকে আরো বড় করার স্বপ্ন দেখেন।

ফরিদপুর হাবিলি গোপালপুর

ফরিদপুরের হাবিলি গোপালপুরের সুফিয়া বেগম একজন থ্রি-পিস ও কাপড় ব্যবসায়ী। ভাড়া বাড়ির দুটি ঘরের একটিতে একপাশে একটি মাঝারি আকারের আলমারি বোঝাই নানারকম পোশাক আর বেড কভার। বাটিক থ্রি-পিস, বেড কভার, বাচ্চাদের পোশাক, কুশন কভারসহ নানারকম উপকরণে ঠাসা। স্বামী বর্তমানে ফ্লেক্সিলোডের ব্যবসা করেন। সুফিয়া বেগমের দু'মেয়ে ফরিদপুর গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলে অধ্যয়নরত। স্বামীর আয়ে শুধু সংসারের দৈনন্দিন খরচ মেটানো সম্ভব হলেও কোনো সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু মেধাবী মেয়ে দু'টির লেখাপড়ার বাড়তি খরচ চালিয়ে যাওয়া এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের চিকিৎসার ব্যয় মেটানোর জন্য অধিক আয়ের উপায় খুঁজতে থাকেন সুফিয়া বেগম। সবমিলিয়ে নতুন কিছু করার কথা চিন্তা করেন তিনি। এভাবেই একদিন থ্রি-পিস ও কাপড়ের বড় শো-রুম করার স্বপ্ন দেখেন সুফিয়া বেগম। এ সময় জানতে পারেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলের ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিল থেকে স্বল্প সুদের ঋণ সুবিধার কথা। এনজিওর সহায়তায় এবং ব্যাংক এশিয়ার

মাধ্যমে প্রথমে ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করেন এই ব্যবসা। নরসিংদীর বাবুরহাট অথবা ঢাকার মিরপুর হতে পাইকারি মূল্যে কাপড় সংগ্রহ করে বিক্রি শুরু করেন। পাইকারি দরে কাপড় সংগ্রহ করার খরচ এবং স্থানীয় দু-একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে কাপড় সরবরাহের ব্যয় বাদে মাসে ২০-২৫ হাজার টাকা লাভের মুখ দেখেন বলে জানান। ক্রেতা হিসেবে মেয়ের স্কুলের সহপাঠীদের অভিভাবকরা একটা বড় অংশ দখল করে। বিভিন্ন মৌসুমি পালা-পার্বণে বিক্রিও বেড়ে যায়। বর্তমানে সুফিয়া বেগম বেশ স্বচ্ছলভাবে দিনযাপন করছেন।

ঘুরে এলাম চীন

খন্দকার আনোয়ার শাহাদাৎ

বর্তমান বিশ্বের উদীয়মান কয়েকটি অর্থনৈতিক পরাশক্তির দেশের মধ্যে চীন অন্যতম। বৃহৎ আয়তনের এ দেশটি তার বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করতে পেরেছে নিজেদের মেধা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। ছোটবেলায় পাঠ্য বইয়ের কল্যাণে চীনের মহাপ্রাচীরের মাধ্যমে চীনের সাথে আমার পরিচয়। জ্ঞান আহরণের জন্যেও এদেশে যাবার উল্লেখ রয়েছে ইসলাম ধর্মে। সব মিলিয়ে দেশটি সম্পর্কে আরো জানা এবং দেখার আগ্রহ আমার বহুদিনের। তাই যখন ২৯ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চারদিনব্যাপী International Federation of Finance Museums (IFFM) এর তৃতীয় বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আমাকে ও সহকর্মী কাজী মাছুমকে মনোনীত করা হ'ল মনটা আনন্দে নেচে উঠল। তাছাড়া চাইনিজ খাবারের প্রতি আমার মতো আরো অনেকের কমবেশি বিশেষ দুর্বলতাতো আছেই। মনে মনে সেই দুর্বলতাকে এবার পুষিয়ে নেয়ার সুযোগ পেলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম চীনে বসে চাইনিজ ভোজটা সেরে নেবো। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের প্লেনে চেপে ২৮ অক্টোবরের পড়ন্ত বিকেলে আমরা বেইজিংয়ের PEK এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম। ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ডলার ভাঙানোর জন্য মানি চেঞ্জারের কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছি। পাশে ফেলে রাখা আমার নতুন কেনা লাগেজটার দিকে বার বার তাকাচ্ছি। এয়ারপোর্টে লাগেজ সংগ্রহের সময় নিজের লাগেজটি চিনতে কিছুটা সময় লেগেছে। কেন যেন সবার লাগেজ একই রকম মনে হচ্ছিল। অবশ্য ৩০ টাকায় কেনা ছোট্ট তালাটি দেখে সহজেই আমার লাগেজ চিনতে পেরেছি। হঠাৎ দেখি এক চাইনিজ যুবক আমার লাগেজটি নিয়ে দ্রুত সরে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে লাইন ছেড়ে দৌড়ে গিয়ে আমি আমার লাগেজের হাতল ধরে ফেললাম। যুবকটি চাইনিজ ভাষায় অনর্গল কি যেন বলতে লাগল। আমি তার কোনো কথাই বুঝতে পারলাম না। যুবকটিও বিষয়টি বুঝতে পারল বলে মনে হ'ল। অবশেষে সে তার আইডি কার্ড বের করে দেখাল। আইডি কার্ডে লেখা অনেক চাইনিজ শব্দের মধ্যে Taxi Driver শব্দটি দেখে আশ্বস্ত হলাম। আমি তাকে মানি চেঞ্জারের কাউন্টার দেখিয়ে ডলার ভাঙানো প্রয়োজন তা বুঝানোর চেষ্টা করলাম। তার চোখ দেখে বুঝলাম আমি তাকে বুঝাতে পেরেছি। ডলার ভাঙিয়ে চীনের মুদ্রা ইউয়ান নিলাম। যুবকটির সাথে তার গাড়ির কাছে গেলাম। বেশ বড় বিলাসবহুল মাইক্রোবাস, ট্যাক্সি নয়। যুবকটিকে আবার সন্দেহ হ'ল। তার হাত থেকে লাগেজ কেড়ে নিয়ে অন্য দিকে রওনা হলাম। যুবকটি পিছু পিছু বেশ খানিকটা এল এবং চাইনিজ ভাষায় কি যেন বলতে থাকল। কিন্তু আমরা অপরিচিত কোনো যুবকের ব্যক্তিগত গাড়িতে ভ্রমণ নিরাপদ মনে করিনি। এদিক সেদিক ঘুরে ট্যাক্সির স্টেশন খোঁজার চেষ্টা করলাম। এয়ারপোর্টের বাইরে দায়িত্বরত পুলিশদের ট্যাক্সি স্টেশন কোন দিকে তা জিজ্ঞেস করলাম। অবাক কাণ্ড তারা কেউ ইংরেজি বোঝে না। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষা যে কত প্রয়োজনীয় তা এই প্রথম বুঝলাম।

অবশেষে সন্ধ্যার কিছু আগে ট্যাক্সি খুঁজে পেলাম। আবার একই সমস্যা। হোটেলের নাম বললেও সে বুঝতে পারছে না। আমাদের ধারণা ছিল এত বিখ্যাত হোটেল নাম বললেই সবাই চিনতে পারবে। সহকর্মী মাছুম বলল আমাদের উচ্চারণ ওরা বুঝতে পারছে না। হাতে থাকা অ্যাটাচি ব্যাগ খুলে হোটেলের ঠিকানা লেখা একটি চিঠি দেখালাম। এবার ড্রাইভার চিনতে পারল। আমাদের ট্যাক্সিতে উঠার জন্য ইশারা করল। কিছুক্ষণ পর সে একটা হোটেলের সামনে এসে থামল। হোটেলের সাইনবোর্ড দেখে স্বস্তি পেলাম। সে সঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে। রাতের খাবার খেতে খেতে পরিচয় হ'ল আইএফএফএমের প্রতিনিধি মি. ই শেং এর সঙ্গে। তিনি চীনের অধিবাসী হলেও বর্তমানে নিউইয়র্কে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আইএফএফএমের সভায় যোগ দিতে তিনি নিউইয়র্ক থেকে বহুদিন পর বেইজিং এসেছেন। এই প্রথম কোনো চাইনিজ ব্যক্তিকে অনর্গল ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে শুনলাম। হোটেল রুমে ফিরে সোজা বিছানায়। দীর্ঘ যাত্রাপথের ক্লান্তিতে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন অর্থাৎ ২৯ অক্টোবর খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। সকাল নয়টায় চীনা প্রতিনিধি আসবে এবং হোটেল থেকে আমাদের অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে যাবে। তার আগেই বেশ সময় নিয়ে নাস্তা করলাম। হোটেলের কমপ্লিমেন্টারি সকালের খাবার দেখে মন ভরে গেল। ভাত, মাছ, ডিম, মাংস, সব্জি, তাজা ও শুকনো ফল, স্যুপ, ফলের রস ও বিভিন্ন ধরনের বেকারি আইটেম থরে থরে সাজানো রয়েছে। কিন্তু খাওয়া শুরু করতেই মুখ বিস্বাদ হয়ে গেল। সব খাবারেই কেমন যেন একটা কটু গন্ধ। চাইনিজ খাবারের মোহ ভঙ্গ হ'ল। অবশেষে তরমুজ আর বাঙ্গি খেয়ে কোনো রকমে নাস্তা শেষ করলাম। অনুষ্ঠানের চারদিন ধরেই আয়োজকরা নানা রকমের খাবারের আয়োজন করেছিল। ভাগ্যিস প্রতি বেলা তরমুজ আর বাঙ্গি ছিল। যদিও ফলদু'টো আমার খুবই অপছন্দের। কিন্তু চীনে থাকাকালীন অপছন্দের ফল দুটোই আমার প্রিয় খাবার হয়ে উঠল। সকাল ঠিক নয়টায় আমরা রওনা হলাম বেইজিংয়ের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত Museum of Global Finance এর উদ্দেশে। মাইক্রোবাসে মাত্র আধা ঘণ্টার পথ। বেইজিংয়ের চারপাশের পরিচ্ছন্ন চওড়া রাস্তা আর আকাশচুম্বি স্থাপনা দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম সেখানে। দুপুর পর্যন্ত চলল রেজিস্ট্রেশনের কাজ। এ ধরনের অনুষ্ঠানে এ দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি নিয়োজিত করা হয় বলে মনে হ'ল। তাদের সাথে আলাপ করার চেষ্টা করলাম। এবারও সমস্যা ভাষা। তারা সবাই বলল, No English. দুপুরের পর প্রশিক্ষিত গাইডরা আমাদেরকে মিউজিয়াম অব গ্লোবাল ফাইন্যান্স পরিদর্শনে নিয়ে গেলেন। মিউজিয়ামের সামনে রয়েছে একটি বিশাল ভাস্কর্য যার উপজীব্য হচ্ছে একটি বৃহদাকার বলদ। যদিও আমাদের দেশে বলদ শব্দটি বেশিরভাগ সময় নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু চীনে বলদ নামক পশুটি হচ্ছে পরিশ্রম, উৎসাহ আর প্রাণশক্তির প্রতীক। একেই বুঝি বলে- এক দেশের বুলি আরেক দেশের গালি। মিউজিয়ামের অভ্যন্তরের দেয়াল জুড়ে মুদ্রা সাজানো রয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করা হয়েছে মিউজিয়ামটিতে। তবে শোকেসের চাইতে দেয়ালকেই তারা প্রদর্শনীর জন্য প্রাধান্য দিয়েছে। কাচের বাক্সে ভরা প্রায় দশ কেজি ওজনের স্বর্ণের বারগুলো আমার নজর কাড়ল। প্রান্তভাগের আংটা ধরে বারগুলোর ওজন পরীক্ষা করলাম। দর্শনার্থীদের কাছে এটি বেশ জনপ্রিয় বলে মনে হ'ল। সন্ধ্যার পর আইএফএফএমের সভা অনুষ্ঠিত হয়। আএফএফএম হ'ল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ২০১৩ সালে আমেরিকাতে ২২টি দেশ এবং তাদের মুদ্রা বিষয়ক মিউজিয়ামগুলো মিলে সংস্থাটি গড়ে তোলে। সংস্থাটির প্রধান লক্ষ্য হ'ল মুদ্রা বিষয়ক মিউজিয়ামগুলোর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ছড়িয়ে দেয়া। এজন্য প্রতি বছর তারা বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বিষয়ক মিউজিয়ামগুলো নিয়ে সভা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করে এবং এর মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। সভায় বাংলাদেশ ও চীন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মেক্সিকো, ইতালি, চেক, অস্ট্রিয়া ও গ্রিসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এখানে

সবাইকে সংক্ষেপে নিজেদের পরিচয় এবং তাদের নিজ নিজ মিউজিয়াম সম্পর্কে কিছু বলার সুযোগ দেয়া হয়। অন্যান্য দেশের কারেন্সি মিউজিয়াম হতে আসা প্রতিনিধিদের সাথে আলাপ পরিচয় হ'ল। বাংলাদেশেও একটি কারেন্সি মিউজিয়াম আছে জেনে তারা আনন্দিত হলেন। চীনে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বলার জন্য সবাইকে অনুরোধ করা হ'ল। একমাত্র আমরা ছাড়া অন্য সবাই এয়ারপোর্টে নকল ট্যাক্সি ড্রাইভারদের পাল্লায় পড়ে মূল্যবান জিনিসপত্র অথবা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। খারাপ লাগল যখন দেখলাম আমাদের অভিজ্ঞতা চাইনিজ সঙ্গী মি. ই শেং কে বেশ পীড়া দিচ্ছে। তাকে খুশি করতে অবশেষে আমরা একমত হলাম, এরকম যুবক শুধু চীনেই নয় সব দেশেই রয়েছে। সভা শেষে রাত ১০টায় আমরা হোটেলে ফিরে আসি। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর সকালে আমাদের Museum of Internet Finance পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি বেইজিং শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত বিশ্বের প্রথম ইন্টারনেট ফাইন্যান্স সম্পর্কিত মিউজিয়াম। ইন্টারনেট সম্পর্কিত উ ভাবনাগুলো এখানে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তাদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এখানে। ইন্টারনেট, বিগ ডাটা, ক্লাউড কম্পিউটিং, মোবাইল পেমেন্টস্ ও অন্যান্য প্রযুক্তি মিউজিয়ামটিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। দুপুরের পর আমরা বেইজিং থেকে ২৫০ কি.মি. দূরে তিয়ানজিন শহরে অবস্থিত চাইনিজ মিউজিয়াম অব ফাইন্যান্স পরিদর্শনে যাই। প্রশস্ত রাস্তা আর চারপাশে বড় বড় নাম না জানা গাছের সারির ভিতর দিয়ে আমাদের বৃহদাকার বাসটি ঘণ্টায় ১২০ কি.মি. বেগে চলছিল। পথের এ দীর্ঘ সময় আমরা অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সাথে আড্ডায় মেতে উঠি। পড়ন্ত বিকেলে আমরা চাইনিজ মিউজিয়াম অব ফাইন্যান্সে পৌঁছি। মিউজিয়ামের সম্মুখভাগে আবার চাইনিজ ষাঁড়ের ভাস্কর্য চোখে পড়ল। মিউজিয়ামটির সংগ্রহ খুবই সমৃদ্ধ। চীনের অর্থনীতি ও ইতিহাসকে বিভিন্নভাবে তুলে ধরা হয়েছে এখানে। মিউজিয়ামটির দেয়াল এমনকি মেঝেও নিদর্শনসমূহের রেপ্লিকা ও আলোকচিত্র দ্বারা সাজানো হয়েছে। চীনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি মিউজিয়ামটিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এখানেও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার রয়েছে। একপাশে মানব বিবর্তনের ইতিহাস মোবাইল ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ থেকে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মিউজিয়ামটি আকারে এত বড় যে গাইড ছাড়া একজন দর্শনার্থী গ্যালারির ভিতর পথ হারিয়ে ফেলতে পারেন। মিউজিয়াম পরিদর্শনের পর আমরা মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সাথে এক সভায় মিলিত হলাম। তিয়ানজিন শহরের মেয়র এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাত ১২টায় আমরা হোটেলে এসে পৌঁছলাম। অনুষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ দিন অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর বেইজিং এক্সিবিশন সেন্টারে মুদ্রা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১০টি দেশের কারেন্সি মিউজিয়াম এবং চীনের বাইশটি মুদ্রা সম্পর্কিত মিউজিয়াম মুদ্রা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা হয়। সভায় পিপলস্ ব্যাংক অব চায়নার গভর্নর Zhou Xiaochuan, ২০০৬ সালে অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী Edmund Phelps, বেইজিংয়ের ভাইস মেয়র Li Shixiang এবং বিখ্যাত রকফেলার পরিবারের সদস্য Steve Rockefeller বক্তৃতা করেন। এখানে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিদের পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ও ভিডিওচিত্রের মাধ্যমে তাদের মিউজিয়ামকে তুলে ধরার জন্য বিশ মিনিট করে সময় দেয়া হয়। আমি ও সহকর্মী মাছুম যখন মঞ্চে উঠলাম তখন দর্শকদের দেখে আমার মনে হ'ল তারা আমাদের মিউজিয়ামকে যেমন তেমন একটা মিউজিয়াম ভেবেছে। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের পর যখন আমরা টাকা জাদুঘরের ভিডিওচিত্র তুলে ধরলাম, সমস্ত দর্শক মুগ্ধ হয়ে তা দেখছিল। তারা আসলে ভাবতেই পারেনি বাংলাদেশের মতো একটা দেশে এত চমৎকার একটি কারেন্সি মিউজিয়াম আছে। মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর গ্রিসের Epigraphic and Numismatics Museum এর পরিচালক ড. জর্জ কাকাভাস আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি জানালেন আমাদের মঞ্চে উঠার আগে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে টাকা জাদুঘর সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন। ওয়েবসাইটে টাকা জাদুঘরের তেমন কোনো তথ্য না পেয়ে তিনি এটি তেমন সমৃদ্ধশালী মিউজিয়াম নয় ভেবেছিলেন বলে জানান। আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ডের বিষয়কে উপজীব্য করে মুদ্রিত তার দেশের ছয়টি স্মারক মুদ্রা টাকা জাদুঘরকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন। এরপর সকল মিউজিয়ামের প্রতিনিধিদের চার স্তর বিশিষ্ট একটি করে শোকেস প্রদান করা হয়। আমাদের শোকেসের উপরের ধাপে ছিল বাংলাদেশের পতাকা ও আমাদের মিউজিয়ামের নাম। এর নিচের ধাপে ছিল টিভি মনিটর। এতে আমরা আমাদের মিউজিয়ামের উপর নির্মিত বিভিন্ন ভিডিওচিত্র এবং নিদর্শনের আলোকচিত্র প্রদর্শন করি। টিভি মনিটরের নিচের ধাপে ছিল একটি প্যানেল বোর্ড। এখানে চাইনিজ ও ইংরেজি ভাষায় টাকা জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়। প্যানেল বোর্ডের নিচের অংশে ছিল কাচ দিয়ে ঘেরা টেবিল শোকেস। শোকেসটিতে আমরা প্রদর্শন করি বাংলাদেশের প্রথম ইস্যুকৃত ব্যাংক নোট, বর্তমানে প্রচলিত কয়েকটি কয়েন, প্রাচীন মুদ্রাসমূহের আলোকচিত্র, টাকা জাদুঘরের মনোগ্রাফ ও ব্রশিউর। টাকা জাদুঘরের শোকেসে প্রদর্শিত মুদ্রাসমূহ দর্শকের নজর কেড়েছিল। পরদিন রাত দশটা পর্যন্ত চলে মুদ্রা প্রদর্শনী। রাত এগারোটায় হোটেলে ফিরে শুরু করি ঢাকায় ফেরার প্রস্তুতি। বেইজিং থেকে মাত্র দুই ঘণ্টার পথ চীনের মহাপ্রাচীর। কিন্তু অনুষ্ঠানের আয়োজকরা আমাদের সকাল নয়টা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রেখেছে। তাই এত কাছে এসেও দেখা হ'ল না মহাপ্রাচীর। চাইনিজদের মিউজিয়াম বিষয়ে ভীষণ আগ্রহ। মিউজিয়াম উদ্যোক্তাদের শ্লোগান হ'ল, 'museum, museum, museum, no sleep before that'.

চীনের মিউজিয়াম অব গ্লোবাল ফাইন্যান্স

চীনারা এতটাই ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রিয় যে রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান তারা মিস করতে পারে কিন্তু মিউজিয়ামের কোনো অনুষ্ঠান তারা মিস করে না। বাংলাদেশ ব্যাংককে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রিয় চীনা জাতির সাথে আন্তরিকভাবে মেশার একটি চমৎকার সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

■ *লেখক: ডিডি, ডিসিএম, প্র.কা.*

ঈদ ও বৃষ্টি

জি,এম সাকলায়েন

ঈদে ছোটদের অনেক আনন্দ, আনন্দ বড়দেরও বটে
বৃষ্টির কারণে কিছুটা হলেও কষ্টে আনন্দ যায় টুটে।
ঈদের আগে বৃষ্টি, ঈদের দিন বৃষ্টি, বৃষ্টি ঈদের পরে
বৃষ্টির কারণে বাঁধভাঙা এই খুশির ঈদে সবার হৃদয় গুমরে মরে।
চলাচলে অসুবিধা, ঘরে বসে শুধুই খাওয়া,
কোথাও যায়না যাওয়া কিংবা আসা।
এমনি করে সময় কাটে-
ঈদটা কেবল ফুরিয়ে আসে, কষ্ট থাকে মনে।
ঘরের বাহিরে যাওয়া কষ্ট, ভিজে জামা-কাপড় নষ্ট
দেখা সাক্ষাৎ হয় না কারো সনে।
এমন বৃষ্টি চায় না কেউ, পবিত্র ঈদ মোবারকে-
তারপরেও সবাই যে অনেক খুশি থাকে।
কেউ যেতে চায় বেড়াতে, কাছে কিংবা দূরে, ঈদের পরের দিন
বৃষ্টিতে তার সেই যাওয়ার আশা হয়ে গেছে ক্ষীণ।
পারল না আর বেড়াতে সে, রইল বসে ঘরে-
বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিল এখন নয়, বেড়াবো আমরা পরে।
এমনি করে বৃষ্টি দিল তিক্ত বাধা প্রতি জনে জনে
ঈদের সময়ের বৃষ্টির উপর রাগ রইল সবার- মনে মনে।

কবি পরিচিতি: জেডি, আইন বিভাগ, প্র.কা.

মধুমাস

জোৎস্না রানী কর্মকার

জ্যৈষ্ঠ মাস মধুমাস
চারিদিকে রসে ভরা সুগন্ধ;
মানুষের সাথে তখন পশুপাখিদেরও
আহারে বেড়ে যায় আনন্দ।

মৌমাছি ছুটে আসে সুমধুর গন্ধে
মধু নিয়ে মুখে গুনগুনিয়ে মাতে সে ছন্দে।
শিয়াল পণ্ডিত পাকা কাঁঠাল বড় ভালোবাসে
রাত-দুপুরে চুপি চুপি তাই সে বাগানবাড়ি আসে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আম দিয়ে হয় জামাই ষষ্ঠি,
অতি সমাদরে জামাইকে করতে হয় আম-দুধে তুষ্টি।
শাশুড়ির হাতের আম-দুধ খেতে জামাইয়ের লাগে বড় ভালো,
জামাইকে খাওয়াতে নাকি শাশুড়ির লাগে আরো ভালো।

মামির হাতের আম-দুধে
ছেলেমেয়েরা ভারি মজা পায়
গ্রীষ্মের ছুটিমাত্র তাই তারা
মামাবাড়ি যায়।

এইভাবে বাংলার ঘরে ঘরে পড়ে যায়
মধুমাসে আম কাঁঠালের ধুম,
রসের ভারে রাত দুপুরে তাই
চোখ জুড়ে আসে ঘুম।

কবি পরিচিতি: ডিএম, বগুড়া অফিস

দুই মাত্রার চিন্তা

শেখ মুকিতুল ইসলাম

আলোর ভাস্কর্যে ফুটে ওঠা ছায়ার শরীরে
সাদা কালোর মিশে থাকা বিন্যাসে
অথবা মিথ্যে ভাষায় বলে ফেলা এক টুকরো সত্যের মাঝে
কেমন একটা নেই নেই ভাব

পুরনো সত্যরা নিশ্চল থেকে হঠাৎ একদিন
মিথ্যে হয়ে যায় চলমান বাস্তবতায় মিশে
সত্যের সত্যতা আশ্রয় নেয় আপেক্ষিকতার অধরা বৃত্তে
সেই বৃত্ত জুড়ে মিথ্যার পরিধি চেপে আসে ক্রমাগত
অতঃপর মিথ্যা বৃত্ত মিলে যায় সত্য বিন্দুতে

সামাজিকতার বাড়িয়ে দেওয়া হাত জুড়ে
প্রগাঢ় অজানা অন্ধকার
তাতে ডুবে থাকে সভ্যতার সকল আয়োজন
সভ্য হতে তাই সামাজিক হতে হয় আজ
অথচ সামাজিকতাই ছিল সভ্যতার আবশ্যকীয় উপজাত

আধুনিকতার দখিনা বাতাসে সমাজবিমুখ আমি
এখনো খুলে রাখি বোধের উত্তর জানালা
সেই উত্তুরে বাতাসে আমার ঘরের ত্রিমাত্রিক শূন্যতায়
ভেসে বেড়ায় আমার দুই মাত্রার কাগুজে চিন্তা

কবি পরিচিতি: এডি, এফইআইডি, প্র.কা.

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা

সুবলকুমার বণিক

ঐ গেল দৌড়িয়ে

'ঐ গেল দৌড়িয়ে চুরি করে চৌরে'
দৌড়িয়ে কেন লেখ, শুদ্ধ তো দৌড়ে।
আঁকড়িয়ে কেন ধরো, ধরা চাই আঁকড়ে
পাকড়িয়ে এনো নাকো, নিয়ে এসো পাকড়ে।
চমকিয়ে কেন দাও, দিতে হবে চমকে।
লিখেছ কি কামড়িয়ে কেন নয় কামড়ে
ভাষা যার ভুল হয় নেই তার দাম রে !

[ev‡K¨ wKQ Amgvwc‡Kv wµqvc‡`i e¨env‡i Avgiv fj Kwi| evK¨¸‡jv Avgiv wjwL PwjZ fvlvq, wKš‘ Zvi †fZiKvi Amgvwc‡Kv wµqvc`wU wjL‡Z wM‡q Avgiv RMvwLPwo K‡i †dwj| †hgb, Ô†m †`Šwo‡q P‡j †Mj|Õ ÔGZ Nvewo‡q †M‡j †Kb?Õ evK¨ `wU h_vh_ n‡e hw` Avgiv wjwL : Ô†m †`Š‡o P‡j †Mj|Õ ÔGZ Nve‡o †M‡j †Kb?Õ Ô†`Šwo‡qÕ Nvewo‡qÕ G¸‡jv Avav mva, Avav PwjZ| m‡PZb bv n‡j G ai‡bi Acc‡qvM Avgiv I K‡i em‡Z cwi| wb‡Pi evK¨¸‡jv †_‡K fjïx e‡S bvI|]

Lvivc c‡qvM	fvj c‡qvM
†Kb I‡K ÔAvUwK‡qÕ ivL‡j?	†Kb I‡K ÔAvU‡KÕ ivLv‡j?
cwjm †PviwU‡K ÔRvcwU‡qÕ ai j|	cwjm †PviwU‡K ÔRvc‡UÕ ai j|
mewKQB Ôe`wj‡qÕ †Mj|	mewKQB Ôe`‡jÕ †Mj|
ওকে স্টেশনে 'পৌঁছিয়ে' দিয়ে এসো।	I‡K †÷k‡b Ô†cŠ‡QÕ w`‡q G‡mv|
ew×gvb e¨w³ wb‡R‡K Ôïawi‡qÕ †bq|	ew×gvb e¨w³ wb‡R‡K Ôïa‡iÕ †bq|
fxlY fv‡e ÔLvgwP‡qÕ ai j|	fxlY fv‡e ÔLvg‡PÕ ai j|
PjUv ÔAvPwo‡qÕ bvI|	PjUv ÔAvP‡oÕ bvI|

মানুষ

দেবাশিস তালুকদার

হাঁটতে ভালো লাগে হাসানের। প্রতিদিনই অফিস ছুটির পর উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে শুরু করে সে। তারপর কোনো এক সময় ক্লান্ত লাগলে বাসায় ফিরে আসে। হাসান একটু ভাবুক ধরনের। সবসময়ই তাকে কিছু নিয়ে চিন্তিত বলে মনে হয়। তার মনে অহরহ একটা লড়াই চলে, বিবেকের সাথে বুদ্ধির, স্বপ্নের সাথে বাস্তবতার অথবা ভালোর সাথে মন্দের। সেই লড়াইয়ে সবসময় যে বিবেক বা ভালো জেতে তা নয়। তাই প্রায় সময়ই হাসান একটু অনুশোচনায় ভোগে। এই অনুশোচনার কারণগুলো অনেকক্ষেত্রেই খুব তুচ্ছ মনে হতে পারে অন্য কারো কাছে। মোড়ের ভিখারিকে এত অনুনয়ের পরেও কেন দু'টাকা ভিক্ষা দিল না, রিকশাওয়ালার সাথে কেন সে ঝগড়া করল এমন সব ঘটনা তার অনুশোচনার কারণ। মোট কথা হাসান বিবেকের সাথে লড়াইয়ে প্রায়ই হারে। সেদিন সন্ধ্যায় হাঁটার সময় রাস্তার ধারে একটা জটলা মতো চোখে পড়ল। সাধারণত এসব জটলা হাসান এড়িয়ে চলে।

সেদিন কি মনে করে সেও ভিড় ঠেলে সামনে যায়। এগিয়ে দেখে একটা বছর আঠারো বিশের ছেলেকে কয়েকজন মিলে খুব মারছে। ছেলেটার মুখ থেকে সাদা কষ গড়াচ্ছে, চোখ মুখ ফুলে গেছে। সে অনবরত কাঁদতে কাঁদতে কি যে বলছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। হাসান পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে- ঘটনা কি ? লোকটা উদাস ভঙ্গিতে জানায়-সে জানে না। পাশের লোককে জিজ্ঞেস করেও একই উত্তর পেল। আরও দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করে হাসান মোটামুটি জানতে পারল - এই ছেলেটা রাস্তার পাশের সাইকেলের রিপেয়ারিংয়ের দোকান থেকে পুরনো টায়ার চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এখন চলছে শাস্তি পর্ব। মার খেতে খেতে ছেলেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে আবার তাকে চুলের মুঠি ধরে তুলে কিল, ঘুষি, লাথি যে যা পারে মারছে। ছেলেটা একবার চিৎকার করে বলে উঠলো- আমাকে আর মারবেন না, মরে যাব।

তবুও কারো মুখে সহানুভূতির ছায়া দেখা গেল না। কেউ বললো ঢং, কেউ জানাল এটা অভিনয় আবার কারো মতো- এটা স্রেফ কৌশল মাত্র, এমন মার খেলেও এদের নাকি কিছুই হয় না। নেতা গোছের একজন ছেলেটাকে একটা গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধল। লোকজন রীতিমতো লাইনে দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটাকে মারার সুযোগ নেওয়ার জন্য। কেউ কেউ মোবাইলেও ভিডিও করছে ঘটনাটা। আশেপাশে বাদামওয়ালা, চানাচুরওয়ালারা ভিড় জমিয়ে ফেলেছে। বেশ একটা উৎসব উৎসব ভাব। এলাকার বাচ্চারা খেলা ফেলে মজা দেখতে এসেছে। কাছাকাছি সবগুলো বিল্ডিংয়ের জানালা দিয়ে এদিকেই তাকিয়ে আছে মহিলারা। রাজপুত্রের মতো দেখতে এক তরুণ অত্যন্ত হিংস্রভাবে ছেলেটাকে অনেকগুলো লাথি মারল সম্ভবত সে ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। নিরীহ চেহারার এক প্রৌঢ়ও জুতার তলা দিয়ে আচ্ছামতো মাড়িয়ে দিলেন ছেলেটার বুক, হাত, পেটের উপর, হাড্ডিও ভাঙ্গলো হয়তো দু'একটা। উঠতি যুবক, দাড়িওয়ালা হুজুর, মাঝবয়েসি ভদ্রলোক সবাই অপেক্ষায়। এই পৃথিবী, সমাজের উপর তাদের যত রাগ আছে, যত অন্যায় তাদের সাথে এ জীবনে হয়েছে সবকিছুর প্রতিশোধ নেওয়ার একটি উপায় তারা আজ পেয়ে গেছে। হাসানের ভীষণ অসহ্য লাগে। তার খুব ইচ্ছে করে একবার রুখে দাঁড়ায়, বলে ছেলেটাতো মরে যাবে, আপনাদের কোনো অধিকার নেই এই মানুষটাকে হত্যা করার। কিন্তু পারল না হাসান, যেমন সে প্রায়ই পারে না। বলা তো যায় না জনতা যদি তাকে ছেলেটার সহযোগী কেউ ভেবে নেয় ! হিংস্র জনতাকে সে বরাবরই ভয় পায়। ভিড় থেকে সরে এসে পাশের একটা পান সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরায়। একবার ভাবল পালাবে, কেনই সে এদিকে এল আর কেনই বা এই ঘটনার সম্মুখীন হ'ল। বিবেকের সাথে এই লড়াইয়ে নিজেকে খুব অসহায়, অপরাধী মনে হ'ল তার।

এমন সময় হঠাৎ ভিড়ের দিক থেকে উঁচু গলায় তর্কাতর্কির আওয়াজ শুনতে পেল। হাসান আবারও ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেল। মাঝবয়েসি একজন লোক ভিড়ের মধ্যেই হাত উঁচিয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে কিছু বলছে। লোকটার চেহারা প্রায় দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্মের একজন পরিচিত ভিলেনের মতো। পরনে মলিন পোশাক, হাতে একটা হট কেরিয়ারের ব্যাগ, সম্ভবত অফিস শেষে বাসায় ফিরছেন। তিনি সবাইকে অনুরোধ করছেন ছেলেটাকে আর আঘাত না করার জন্য। বোঝা যাচ্ছে বেশির ভাগ লোকই তাঁর এই অনুরোধে সন্তুষ্ট না। বরং কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে লোকটা কে, চোরটার সাথেই বা তার কি সম্পর্ক ? নেতা গোছের লোকটা ঝামেলা করতে চাইছে। হাসানের মনে হ'ল এবার না সবাই এই লোকটার উপরই চোর সন্দেহে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু লোকটার বলার ভঙ্গি, চাহনিতে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল যে, সবাই শেষ পর্যন্ত হার মানল। এবার হাসান লক্ষ্য করে ছেলেটার প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকেই যারা এতক্ষণ সামনে এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি তাদের কয়েকজন ছুটলো পুলিশে খবর দিতে, বাকিরা ধীরে ধীরে সরে পড়তে শুরু করে। ডাক্তারকে খবর দিতে ছুটলো একজন। ভিড়টা ধীরে ধীরে হালকা হ'ল। ছেলেটাকে কয়েকজন মিলে দড়ি খুলে মাটিতে শুইয়ে দিল, তার চোখে মুখে পানির ঝাপটা দিল। লোকটা তখনো পাশে দাঁড়িয়ে সতর্ক পাহারার ভঙ্গিতে। ছেলেটা সম্ভবত এ যাত্রা বেঁচে যাবে। হাসানও ধীরে ধীরে বাসার পথে পা বাড়ালো। যাবার আগে শেষবারের মতো ফিরে তাকালো, অদৃশ্য একটা স্যালুট ছুঁড়ে দিল নাম না জানা সেই মানুষটার দিকে।

■ *লেখক : এডি, সিলেট অফিস*

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিতে নতুন সংগ্রহ

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নারে সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাষা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত IELTS, GRE, GMAT, CAT এর উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি গবেষণাধর্মী ও সাম্প্রতিক ইস্যুর উপর বিভিন্ন বই ও সাময়িকী লাইব্রেরিতে সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।

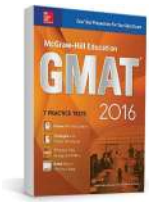

McGraw-Hill Education GMAT 2016 With 7 Practice Test

- Sandra Luna McCune, Shannon Reed
Mcgraw Hill, New York; 2016

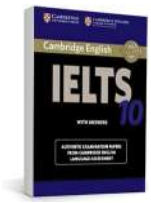

Cambridge IELTS 10

- Cambridge English Language Assessment
Cambridge University Press, Delhi; 2015

The GRE Complete Guide

- Manhattan Review, 2nd Edition
Pearson Education, New Delhi; 2014

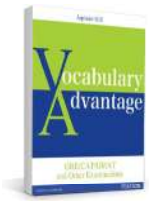

Vocabulary Advantage GRE/GMAT/CAT & Other Examination

- Japinder Gill
Pearson India, Delhi; 2013

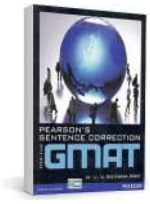

Sentence Correction For The GMAT

- M. L. V. Ramana Rao
Pearson, Delhi; 2013

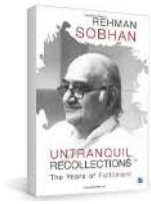

Untranquil Recollections: The Years Of Fulfilment

-Rehman Sobhan
Sage Publication, India; 2016

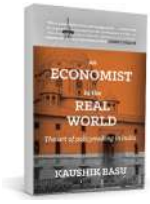

An Economist In The Real World: The Art Of Policymaking In India

- Kaushik Basu
Penguin Books, India; 2016

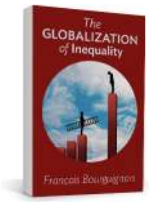

The Globalization Of Inequality

- Francois Bourguignon
Princeton University Press, USA; 2015

শেখ মুজিব আমার পিতা

- শেখ হাসিনা
আগামী প্রকাশনী, বাংলাদেশ; ২০১৫।

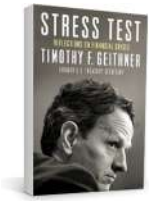

Stress Test : Reflections On Financial Crises

- Timothy F. Geithner
Penguin Random House, UK; 2014

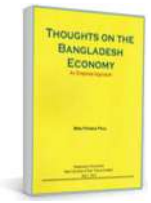

Thoughts On The Bangladesh Economy: An Empirical Approach

- Biru Paksha Paul
State University, Dept. Of Economics, USA; 2014

Imagine : How Creativity Works

- Jonah Lehrer
Houghton Mifflin Harcourt, USA; 2012

Consumer Price Index (CPI), Inflation Rate and Wage Rate Index (WRI) in Bangladesh

- Bangladesh Bureau of Statistics(BBS)
Dhaka; 2016

Digital Financial Services In The Pacific: Experiences And Regulatory Issues

- Asian Development Bank, Philippines; 2016

Southeast Asia And The Economics Of Global Climate Stabilization

- David A. Raitzer and Others
Asian Development Bank, Philippines; 2015

একাধিক কম্পিউটারে ইন্টারনেট শেয়ার করার উপায়

মোঃ ইকরামুল কবীর

আমরা যারা মোবাইল বা মডেমের সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করি তারা ইচ্ছে হলে অন্য লোকাল কম্পিউটারে ইন্টারনেট শেয়ার করেও ব্যবহার করতে পারি। ধরা যাক, আপনার কম্পিউটারটি আরো দুটি কম্পিউটারের সাথে ল্যানের সাহায্যে সংযোগ স্থাপন করা আছে। আপনি আপনার কম্পিউটারে অ্যাডজ মডেম দ্বারা ইন্টারনেটের সংযোগ নিয়েছেন। এখন আপনি চাইলে অন্য কম্পিউটারগুলোতেও ইন্টারনেটের সংযোগ দিতে পারেন শেয়ার করে। এতে অবশ্য গতি কিছুটা কমে যাবে। এজন্য আপনি আপনার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের আইপি অ্যাড্রেস দেখে নিন। আবার ধরা যাক, আপনার লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের আইপি অ্যাড্রেস হচ্ছে ১৯২.১৬৮.১.১২।

প্রথমে আপনি আপনার কম্পিউটারে অ্যাডজ মডেম দ্বারা ইন্টারনেটের সংযোগ স্থাপন করুন। এরপরে সিস্টেম ট্রেতে থাকা উক্ত সংযোগের আইকনের উপরে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করে স্টেটাসে ক্লিক করুন। অথবা কন্ট্রোল প্যানেল থেকে নেটওয়ার্ক কানেকশন্সে গিয়ে উক্ত সংযোগের আইকনের উপরে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করে স্টেটাসে ক্লিক করুন। একটি স্টেটাস উইন্ডো আসবে। এবার জেনারেল ট্যাব থেকে প্রোপার্টিজ বাটনে ক্লিক করুন তাহলে প্রোপার্টিজ উইন্ডো আসবে। এবার অ্যাডভান্স ট্যাবে ক্লিক করে ইন্টারনেট কানেকশন শেয়ারিং অংশে অ্যালাউ আদার নেটওয়ার্ক ইউজারস্ টু কানেক্ট থ্রু দিজ কম্পিউটারস্ ইন্টারনেট কানেকশন চেক (যদি আপনার একাধিক লোকাল এরিয়ার সংযোগ থাকে তাহলে একটি ম্যাসেজ আসবে যে আপনি কোন লোকাল এরিয়াতে ইন্টারনেট শেয়ার দিবেন, আপনি আপনার পছন্দেরটি নির্বাচন করবেন) করে ওকে করুন। তাহলে নেটওয়ার্ক কানেকশন্সের পরপর তিনটি ম্যাসেজ আসবে যেগুলোতে ধারাবাহিকভাবে Ok-->Yes-->Ok করুন। এখন দেখুন আপনার কম্পিউটারের লোকাল আইপি পরিবর্তন হয়ে ১৯২.১৬৮.০.১ হয়েছে।

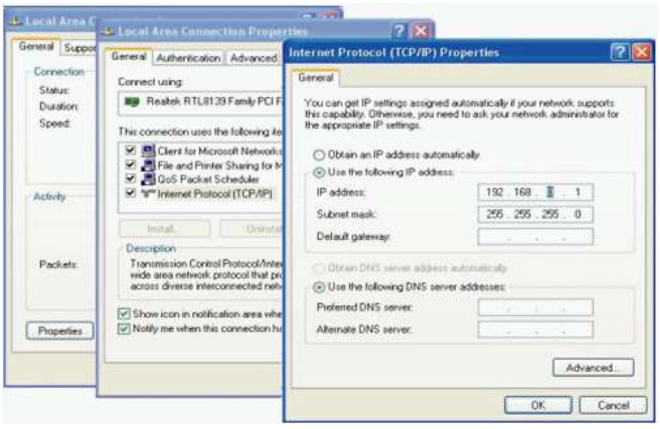

এখন আপনি লোকাল এরিয়ার স্টেটাসে গিয়ে প্রোপার্টিজ বাটনে ক্লিক করে জেনারেল ট্যাব থেকে দিজ কানেকশন ইউজেজ দ্য ফলোয়িং আইটেমস্ অংশের ইন্টারনেট প্রটোকল (টিসিপি/আইপি) নির্বাচন করে প্রোপার্টিজ বাটনে ক্লিক করুন। এবার আইপি ১৯.১৬৮.০.১ পরিবর্তন করে পূর্বের আইপি ১৯২.১৬৮.১.১২ দিন এবং Ok করুন।

এবার যে কম্পিউটারে আপনি ইন্টারনেট সংযোগ পেতে চান সেই কম্পিউটারের লোকাল এরিয়ার স্টেটাসে গিয়ে প্রোপার্টিজ বাটনে ক্লিক করে জেনারেল ট্যাব থেকে দিজ কানেকশন ইউজেজ দ্য ফলোয়িং আইটেমস্ অংশের ইন্টারনেট প্রটোকল (টিসিপি/আইপি) নির্বাচন করে প্রোপার্টিজ বাটনে ক্লিক করুন। এবার ডিফল্ট গেটওয়ের আইপি অ্যাড্রেস হিসেবে ১৯২.১৬৮.১.১২ লিখুন। এরপরে ইউজ দ্য ফলোয়িং ডিএনএস সার্ভার অ্যাড্রেসেস অপশন বাটন চেক করে প্রেফায়ার্ড ডিএনএস সার্ভার করে এর আইপি অ্যাড্রেস হিসেবেও ১৯২.১৬৮.১.১২ লিখে OK করুন।

■ *লেখক, মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (ডিডি), আইটিওসিডি, প্র. কা.*

নেট বিনোদন

ডিজিটাল উপায়ে জমি চাষ

চোখ খুললে যায় না দেখা মুদলে (বন্ধ) পরিষ্কার

এসেছে বর্ষাকাল ছাতার বড়ই আকাল

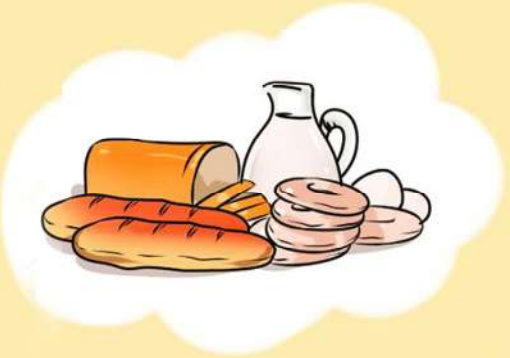

বেশি ওজন শরীরের জন্য ক্ষতিকর

ডা. রফিক আহমেদ

ওজনাধিক্য বা রোগগ্রস্ত মোটা বিষয়টি বর্তমান সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ওজন কমানো এক কথায় সহজ নয়। এ জন্য সময়ের প্রয়োজন। এ রচনাতে মূলত কীভাবে ওজন কমানো যায়, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকে এক সপ্তাহের মধ্যে ওজন কমানোর বিষয়টি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ওজন কমানোর আকাঙ্ক্ষা যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে নিজে নিজেই এ ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারেন। অনেকেই আছেন ওজন কমানোর জন্য খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেন; এটি ভালো সমাধান নয়। একজন মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে এবং পানি কম খেয়ে এক সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৫ কেজি ওজন কমাতে পারে। কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে ওজন কমাতে হলে প্রতি সপ্তাহে ১.৫ কেজি কমানো উত্তম। ওজন কমানোর অর্থ চর্বি কমানো। এটি অস্থায়ী একটি সমাধান। রোগগ্রস্ত মোটা যারা তারা নিম্নলিখিত এক বা একাধিক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। উচ্চ রক্তচাপ, ডিসলিপিডেমিয়া অর্থাৎ শরীরে চর্বির উপাদান বৃদ্ধি পাওয়া এবং ভারসাম্যহীন হওয়া। ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, স্ট্রোক (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ), পিত্তপাথর, অস্টিও আর্থ্রাইটিস (বাতব্যথা), ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্ট হওয়া, কাশি হওয়া ইত্যাদি। এছাড়া এমন কিছু ক্যান্সার যেমন- স্তন ক্যান্সার, জরায়ুর ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। যাদের বিএমআই ২৭ বা তারও বেশি, তারা প্রতিদিন তিন বেলা খাওয়ার পরপরই অরলিস্টেট নামক একটি ওষধ সেবন করতে পারেন। শুধু এই ওষুধের জন্যই খরচ হবে প্রতিদিন ৮০ থেকে ১০০ টাকা। ওষুধটি চালিয়ে যেতে হবে বিএমআই ২৭-এর নিচে না নামা পর্যন্ত। এই ওষুধ সেবনে অনেকেরই বদহজম হয় বলে অভিযোগ করেন। প্রকৃত সত্য, এই ওষুধ চর্বি শোষণে বাধা দান করে, যা মলের সাথে বের হয়ে যায়। চর্বিসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ না করলে এই ওষুধ সেবনের প্রয়োজন নেই। এই ওষুধ গর্ভবতী মায়েদের খাওয়া উচিত নয়।

> *অন্য এক গবেষণার বলা হয়েছে, ওজনাধিক্য অথবা মোটা মেয়েদের সন্তানদের হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকির কারণে সন্তানের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি। সবচেয়ে ভালো হয় মায়েরা যেন তাদের সন্তান ধারণের বয়সে অবশ্যই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখেন।*

মহিলাদের শরীরের বাড়তি ওজন বা ফ্যাট শুধু সৌন্দর্য রক্ষার জন্য কমানো উচিত নয়, অনাগত সন্তানের সুস্থতার জন্যও ওজন নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞরা গবেষণায় দেখিয়েছেন, মোটা মায়েদের গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তানদের মধ্যবয়সে স্ট্রোক, বুকে ব্যথা ও হার্ট অ্যাটাকজনিত মৃত্যুসহ অকালমৃত্যুর ঝুঁকি স্বাভাবিকের চেয়ে শতকরা ৩৫ ভাগ বেশি। একজন স্কটিশ বিশেষজ্ঞ গবেষণার পর এ তথ্য প্রকাশ করেছেন। অন্য এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ওজনাধিক্য অথবা মোটা মেয়েদের সন্তানদের হৃদরোগ, স্ট্রোকের ঝুঁকির কারণে সন্তানের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা জরুরি। সবচেয়ে ভালো হয় মায়েরা যেন তাদের সন্তান ধারণের বয়সে অবশ্যই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখেন। আমেরিকানদের মধ্যে বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণবয়স্ক এবং শিশু-কিশোরদের রয়েছে মেদস্থূলতা ও অতিরিক্ত ওজন। হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারসহ অনেক জটিল রোগের একটি বড় কারণ এ মেদস্থূলতা। গবেষণায় দেখা গেছে, ওষুধ কেনার ক্ষেত্রে মেদস্থূলদের খরচের পরিমাণ অন্যদের তুলনায় তিনগুণ বেশি। আমেরিকান সরকার কর্তৃক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুসারে সে দেশে প্রত্যেক ডায়াবেটিস রোগীর বাৎসরিক খরচের পরিমাণ ৫৫০ ডলারের বেশি, কারো কারো ক্ষেত্রে এটি ১২০০ ডলার পর্যন্ত। উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে এই খরচ ৬০০ ডলারের বেশি। ওজন কমিয়ে এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মধ্য দিয়ে এসব রোগ এড়ানোর মাধ্যমে গড়ে তুলুন ভবিষ্যতের বড় সঞ্চয়। যারা ওজনাধিক্যে ভুগছেন তাদের জন্য সুসংবাদ যারা মুটিয়ে গেছেন অথবা রোগগ্রস্ত মোটা, তারা যদি ১ কেজি কমাতে সমর্থ হন তাহলে উপকৃত হবেন। ২০ শতাংশ অকালমৃত্যুর ঝুঁকি হ্রাস হবে। ৩০ শতাংশ ডায়াবেটিসজনিত মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস পাবে। ওজনাধিক্যের কারণে যে ক্যান্সারের ঝুঁকি রয়েছে তা এবং মৃত্যুর হার ওজন কমানোর ফলে তা ৪০ শতাংশ হ্রাস পাবে। যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে সিস্টলিক বিপি ১০ মিমি অব মার্কারি কমবে এবং ডায়াস্টিলিক বিপি ২০ মিমি অব মার্কারি কমবে। যারা সবে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ অভুক্ত অবস্থায় গ্লুকোজ কমে যাবে।

চর্বির ক্ষেত্রে ঃ ১০ শতাংশ কোলেস্টেরল কমবে, এলডিএল যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর সেটা ১৫ শতাংশ কমে যাবে, ট্রাইগ্লিসারাইড ৩০ শতাংশ কমবে এবং চর্বি, যা শরীরের জন্য কল্যাণকর উপাদান এইচডিএল ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ফুসফুসের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কোমরের ব্যথা ও হাড্ডির গিরার ব্যথা কমে যাবে, শ্বাসকষ্ট এবং ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্ট হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। জরায়ুর ওজন ৫ শতাংশ কমে যাবে। সর্বোপরি শারীরিক ও দৈহিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, মেটাবোলিক অর্থাৎ বিপাকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, হরমোনজনিত সমস্যা কমবে এবং মানসিক প্রফুল্লতা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ওজনাধিক্যজনিত মৃত্যুঝুঁকি কমবে। দীর্ঘ জীবন লাভের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে, যা প্রত্যেক মানুষই কামনা করে। 'সবার জন্য সুস্থ দেহ, প্রশান্ত ও কর্মব্যস্ত সুখী জীবন কামনা করি।

■ *লেখক : কনসালটেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ*

কাব্য -কথা-প্রবচনে আম

জুলফিকার মসুদ চৌধুরী

প্রকৃতি থেকে মানুষ যেসব খাদ্য পায়, তার মধ্যে ফলই সবচেয়ে বেশি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। ফল খেয়ে মানুষের রসনা পরিতৃপ্ত হয়। শারীরিক পরিপুষ্টি সাধনে ফলের ভূমিকা অপরিসীম। দেশীয় ফলের অধিকাংশই সুস্বাদু। সুস্থ ও সবল থাকার জন্য আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় ফল থাকা আবশ্যক।

উর্বর মাটি, অকৃপণ সূর্যালোক এবং পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কল্যাণে আমাদের দেশ বৃক্ষ বা অরণ্য সুশোভিত। তার মধ্যে ফলদ বৃক্ষ অন্যতম। ষড়ঋতুর এই দেশে বারো মাসই নানাবিধ ফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল ফলের মৌসুম। জ্যৈষ্ঠ মাসকে বলা হয় মধুমাস বা রসাল ফলের মাস। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ ইত্যাদি নানা ফলে ভরে উঠে চারদিক। চারপাশ ফলের গন্ধে মৌ মৌ করে। তবে এদের মধ্যে আমাদের কাছে আম এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

আমের মতো এত সুস্বাদু ও রসাল ফল আর নেই। আম আঁটিযুক্ত ফল। আমের যেমন তীব্র ঘ্রাণ, তেমন মজাদারও বটে। কাঁচা আমের রং সবুজ। পাকলে অনেকটা হলদেটে এবং কমলা মিশ্রিত লাল আভাযুক্ত হয়। পূর্ব ভারতই আমের আদি উৎপত্তিস্থল বলে উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩২-৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষ সফর করেন। এ সময় তিনি রসাল ফল আম খেয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বহির্বিশ্বে আমকে পরিচিত করে তোলেন। বাংলা প্রবাদে পাওয়া যায়,

'ফলের মধ্যে আম্র ফল
জলের মধ্যে গঙ্গা জল'

অর্থাৎ ফলের মধ্যে আম সেরা এবং জল বা পানির মধ্যে গঙ্গা জল উৎকৃষ্ট। লোকশাস্ত্র বলে,

'আমে ধান, তেঁতুলে বান'

এর অর্থ হ'ল- যে বছর আমের ফলন বেশি হয়, সে বছর দেশে ধানের ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অন্যদিকে তেঁতুলের ফলন বেশি হলে বান বা বন্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আমের বিভিন্ন পর্যায় বিধৃত হয়েছে নিচের খনার বচনে,

'ফাল্গুনে ফুল, চৈতে কড়া, বৈশাখে বড়া জ্যৈষ্ঠে মিষ্টি ফল, আষাঢ়েতে নিঝুম জল'

শিবকালী ভট্টাচার্য প্রণীত 'চীরঞ্জীব বনৌষধি' থেকে জানা যায়, অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে লড়াই করে আমকে বেড়ে উঠতে হয়। বোল অবস্থাতে শুধু ঝড়ে কিছু পড়ে যায়। আবার অধিক কুয়াশাতেও আমের বোল অসময়ে ঝরে যায়। লোককথাতে তাইতো বলা হয়,

'কুয়ো হয়, আমের ভয়
তাল তেঁতুলের কি বা হয়।'

বা *'যত কুয়ো আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিছু নয়'*

অর্থ- শিশির যা কুয়াশা আমের বোলের জন্য ক্ষতিকর। বোলের সময় কুয়াশা পড়লে আমের বোল ঝরে যায়।

মাঘ মাসের শেষে আম গাছে বোল আসে। ভারি সুগন্ধি আমের ফুল। কবি বলেন,

'মঞ্জরি, আমের মঞ্জরি
হৃদয় তোমার উদাস হয়ে পড়েছে কি ঝরি ?
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়।'

আম সম্পর্কে নজরুল ইসলাম অন্যত্র বলেছেন,

'বউল ঝরে ফলেছে আজ থোকা থোকা আম
রসের পীড়ায় টসটসে বুক ঝরছে গোলাব জাম'

আমাদের জাতীয় সঙ্গীতেও আমের উল্লেখ আছে,

'ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে....'

কবি জসিম উদ্দিন (১৯০৩-১৯৭৬) বলেন,

'ঝড়ের দিনে মামার দেশে আম কুড়াতে সুখ
পাকা জামের মধুর রসে রঙিন করি মুখ'.....

এবার ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখা যাক। কথায় বলে হনুমানের ছুড়ে দেয়া আমের আঁটি থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে জন্ম হয়েছে আমগাছের। গোলাম হোসায়েন সলীম তাঁর ফারসিতে লিখিত বাংলার ইতিহাসে লিখেছেন, 'এদেশের (বঙ্গদেশের) শ্রেষ্ঠ ফল আম কোন কোন অঞ্চলে বড় মিষ্টি, সুস্বাদু ও আঁশহীন। ভেতরে একটা ছোট পাথর (আঁটি)'।

মোগল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর শাসনামলে ভারতের লাখবাগের দারভাঙ্গা এলাকায় প্রায় এক লাখ আমগাছ রোপণ করেছিলেন। এটিকে বলা হয় ভারতীয় উপমহাদেশে সবচেয়ে বড় আমবাগান। মূলত মোগল সম্রাটদের আমলে ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন জাতের আমের উদ্ভাবন হয়েছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে পাঁচশত জাতের আমের মধ্যে ফজলি আম এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। আকারে বড় ও স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় এই ফজলি আম। ভারতের মালদহ জেলার ফজলি আমের জাত সুখ্যাত। আমাদের দেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহীতে ফজলি আমের চাষ হয় প্রচুর। এই ফজলি আম একটু আগাম জাতের। ফজলি আম আগে 'ফকিরভোগ' বলে পরিচিত ছিল।

কথিত আছে, ফজলি বিবি নামে এক বৃদ্ধার বাড়ি থেকে প্রথম এই জাতটি সংগৃহীত হয়েছিল। তিনি বাস করতেন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ধ্বংসপ্রাপ্ত গৌড়ের একটি প্রাচীন কুঠিতে। তার বাড়ির আঙ্গিনায় ছিল একটি পুরনো আমগাছ। তবে এটি কোন জাতের, সে বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না তার। ফজলি বিবি গাছটির খুব যত্ন নিতেন। গাছটিতে প্রচুর আম ধরত। আমগুলো যেমন আকারে বড়, তেমনি সুস্বাদু। সেখানকার নির্জনবাসী ফকির সন্ন্যাসীদের তিনি এই আম দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। সেজন্য ফজলি বিবি এই আমের নাম দিয়ে ছিলেন 'ফকিরভোগ'।

ব্রিটিশ যুগে মালদহের কালেক্টর র‍্যাভেনশ একবার অবকাশ যাপনের জন্য ফজলি বিবির কুঠির কাছে শিবির স্থাপন করেন। সাহেব আসার খবর পেয়ে ফজলি বিবি ফকিরভোগ আম নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন। র‍্যাভেনশ সাহেব আম খেয়ে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। ফজলি বিবির আতিথেয়তায় এতটাই খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি ওই আমের নামটিই রেখে দেন 'ফজলি'। তখন থেকে এই নাম মানুষের মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

■ *লেখক পরিচিতি : ডিজিএম, সিলেট অফিস*

বেশি বন্ধু ব্যথা কমায়

সাধারণত মনে করা হয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে থাকলে মন ভালো থাকে, কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে অধিক বন্ধুর সঙ্গ শুধু মনই নয়, শরীরের ব্যথা কমাতেও সাহায্য করে। ব্রিটেনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গবেষণায় মানুষের মস্তিষ্কে এন্ডোরফিন নামের একটি হরমোন পরীক্ষা করা হয় যা মানুষের শরীরের ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। গবেষকরা ধারণা করেন মরফিনের চেয়ে এন্ডোরফিন ব্যথা দূর করতে বেশি কার্যকর। বন্ধুত্ব মানুষের শরীরের এন্ডোরফিনের চলাচল বাড়ায় যা প্রাকৃতিক ব্যথানাশক হিসেবে কাজ করে। গবেষণায় পরিচালনাকারীদের এক সদস্য ক্যাটরিনা জনসন বলেন, সামাজিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের মস্তিষ্ক কি ধরনের আচরণ করে তা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যেসব ব্যক্তি অল্প সংখ্যক বন্ধু নিয়ে থাকেন তাদের তুলনায় যারা বেশি সংখ্যক সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন তাদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতাও বেশি হয়ে থাকে।

অল্প সংখ্যক বন্ধুর সঙ্গে থাকলে বাকি সময়ে মানুষের মস্তিষ্কে এন্ডোরফিনের প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে যা ব্যথার অনুভূতি বাড়াতে দায়ী কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি বেশি সামাজিকতা রক্ষা করেন এবং বেশি বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটান তখন মস্তিষ্কের নির্দেশ অনুযায়ী শরীরের এন্ডোরফিনের প্রক্রিয়া সচল থাকে।

বন্ধুত্বের কাছে ব্যথাও হার মানে

সমুদ্রগর্ভে ডোবানো হ'ল ১৭৭ ফুটের বিমান

অতিকায় এয়ারবাসের সলিল সমাধি। দুর্ঘটনা নয়। পুরোটাই পরিকল্পনা মাফিক। সম্প্রতি এমনই বিরল দৃশ্য দেখা গেল তুরস্কে। গল্পের গরু গাছে তো ওঠে। কিন্তু, এয়ারবাস জলে ডোবে কী ? ডোবে, আলবাত ডোবে। গল্পে নয় বাস্তবে। এই যেমন ডুবল।

ডোবানো হচ্ছে ১৭৭ ফুটের বিমান

না, ঘাবড়াবেন না। দুর্ঘটনা নয়। তুরস্কে ১৭৭ ফুটের অতিকায় এয়ারবাসটিকে ডোবানো হ'ল। উদ্দেশ্য ? বিদেশি পর্যটক ও ডাইভারদের কাছে তুরস্কের আকর্ষণ আরও বাড়ানো।

সামুদ্রিক নানা অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে খ্যাতি রয়েছে তুরস্কের। সি ডাইভারদের হট ফেবারিট কুসাদাসি। কিন্তু, কয়েকমাস ধরে এটি আকর্ষণ হারাচ্ছিল। ডাইভারদের কাছে জনপ্রিয় করতে এয়ারবাস ডোবানোর সিদ্ধান্ত দেয় কর্তৃপক্ষ। বেসরকারি একটি সংস্থার কাছ থেকে ৩৬ বছরের পুরনো এয়ারবাসটি কিনে নেয় আয়ডিন পৌর কর্তৃপক্ষ।

সমুদ্রের মধ্যে ডুবে থাকা এয়ারবাসটি এখন থেকে কৃত্রিম রিফ হিসেবে কাজ করবে। এরমধ্যেই বাসা বাঁধবে সামুদ্রিক প্রাণী। যার টানে ছুটে আসবেন কৃত্রিম ডাইভাররা। অন্তত তেমনটাই ধারণা করছে কর্তৃপক্ষ।

অতিকায় এয়ারবাস জলে ডোবানোর বিরল মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে হাজির ছিলেন অসংখ্য মানুষ।

মাছি মারা কেরানি

মাছি মারা কেরানি শব্দগুচ্ছ শুনতেই চোখে ভেসে আসে অকর্মণ্য কোনো চাকুরের দৃশ্য। কিন্তু যদি এমন কারও খোঁজ মেলে, যিনি সারাদিন মাছির পেছনে পেছনে ঘুরছেন আর একটা করে মাছি নিধন করে চলছেন !

অবসরগ্রহণের পর বড্ড বিপাকে পড়ে যান প্রবীণরা। প্রতিদিনের কর্মব্যস্ত জীবন শেষে হঠাৎই যেন অসম্ভব নিথর এক জীবন ! যেন কিছুই করার নেই, কোথাও যাওয়ার নেই ! ৮০ বছর বয়সে কর্মজীবন শেষে এমনই এক সমস্যায় পড়েন পূর্ব চীনের হানঝাও শহরের বাসিন্দা রুয়ান তাঙ। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মাথায় এলো বিচিত্র এক পরিকল্পনা। সাধারণত গ্রীষ্মকালে চীনের এ অঞ্চলটিতে মাছির উপদ্রব বেড়ে যায়। শহরবাসীকে মাছির এ উপদ্রব থেকে বাঁচানোর জন্য রুয়ান মাছি নিধন অভিযানে লেগে গেলেন। যখন যেখানে মাছি পাওয়া যায়, তখনই সেটা রুয়ানের হাতুড়ির মতো ছোট কাঠের অস্ত্রের আঘাতে কুপোকাত। সপ্তাহে টানা সাত দিন, প্রতি দিন টানা ৮ ঘণ্টা করে ১৪ বছর ধরে রাস্তার পাশের আবর্জনা স্তুপ, বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে মাছি মেরে চলেছেন এ বৃদ্ধা।

এতগুলো বছর ধরে মাছি নিধনের এ অভূতপূর্ব ঘটনা সম্পর্কে জানতে চাইলে রুয়ান স্থানীয় এক পত্রিকাকে জানান, আমি অবসরগ্রহণের পর মাছি নিধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই বুড়ো বয়সে নিজের চারপাশের মানুষের জন্য ভালো কিছু একটা করতেই এ প্রচেষ্টা। দিনটা যেদিন একটু ভালো হয়, সেদিন প্রায় এক হাজার মাছি মেরে বাড়ি ফেরেন রুয়ান। স্বেচ্ছাশ্রমে নিয়োজিত এই মাছি মারা

মাছি মারছেন রুয়ান তাঙ

কেরানির ১৪ বছরের পরিশ্রমের ফল এখন ভোগ করছে তার জনপদের মানুষ। যেখানে এক সময় বিষাক্ত, রোগব্যাধি ছড়ানো সংক্রামক মাছির ভন ভন শব্দ শুনতে হতো সবাইকে, এখন সেখানে মাছিবিহীন নিরাপদ, প্রশান্ত জীবন ! রুয়ানের ৫৮ বছর বয়সী প্রতিবেশী জিয়ান হিসায়ওর মতে, এক কথায় রুয়ান মাছি নিধন বিশেষজ্ঞ ! তিনি স্থানীয় সবার কাছে এক উৎসাহ জাগানিয়া চরিত্র। সবার হিরোইন। রুয়ান না থাকলে এ অঞ্চলের মানুষের মাছির যন্ত্রণায় টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে যেত !

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মুদ্রা নীতিমালা নিয়ে ভাবছে অনেক দেশ

উদীয়মান ও সম্পদসমৃদ্ধ অনেক দেশেরই অর্থনীতিতে বর্তমানে প্রাণশক্তি অনুপস্থিত। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়াতে মুদ্রা নীতিমালা শিথিলের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এসব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো বৈঠকে বসছে। সম্প্রতি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা নীতিনির্ধারকরা বৈঠক করেছেন। এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিক কার্যক্রম বাড়াতে মুদ্রা নীতিমালা শিথিল প্রয়োজন কিনা, সে বিষয়ে ভাবছে। যদিও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্ভাব্য সুদের হার বৃদ্ধি তাদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলবে। কারণ ফেডারেল রিজার্ভ (ফেড) সুদের হার বাড়াবে এ সম্ভাবনায় উদীয়মান বাজার থেকে লগ্নিকৃত অর্থ তুলে নিয়েছেন অনেক বিনিয়োগকারীই; সেসঙ্গে এর প্রভাবে এসব দেশের মুদ্রার মানও কমে গেছে। যদিও মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থান তুলনামূলক কম হওয়ায় জুন বা জুলাইয়ে সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা ফিকে হয়ে এসেছে।

কিন্তু এর পরও উদীয়মান অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো মুদ্রা নীতিমালা নির্ধারণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত এবং নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতেও মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমের দিকে নজর রাখছে।

এদিকে ব্রাজিলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলছে। অভিশংসন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকায় গত ১২ মে প্রেসিডেন্ট জিলমা হুসেফকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেয়া হয়। এর পর দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইকেল টেমারকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর টেমার মন্ত্রিপরিষদে পরিবর্তন এনেছেন। যার সূত্র ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন আলেক্সান্দ্রে টম্বিনি। তার স্থলে নিয়োগ দেয়া হবে আইলান গোল্ডাফাজানকে; তিনি দেশটির বেসরকারি খাতের শীর্ষস্থানীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইতাও ইউনিবানকোর প্রধান অর্থনীতিবিদ। ব্রাজিলে মূল্যস্ফীতি মুদ্রা নীতিমালার কারণে খুবই প্রভাবিত হয়। বর্তমানে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও তা এখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। অর্থনীতিবিদরা ধারণা করছেন জুলাইয়ে ব্রাজিল সুদের হার কমাবে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে সুদ বৃদ্ধির পর রিয়েলের বিপরীতে ডলারের মান বৃদ্ধি পেলে দেশটির মূল্যস্ফীতিতে আরেক দফা চাপ সৃষ্টি হবে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন প্রধানকে মুদ্রা নীতিমালার কৌশল নির্ধারণ করতে কঠোর অবস্থানে যেতে হবে। অন্যদিকে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়াও সুদের হার অপরিবর্তিত রাখবে বলে জানা গেছে। কারণ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও ফেডের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া

অন্যদিকে গত মাসে অনেকটা হঠাৎ করেই সুদের হার কমায় রিজার্ভ ব্যাংক অব অস্ট্রেলিয়া। আগামী ২ জুলাই দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে; তার আগে মুদ্রা নীতিমালা ঠিক কেমন অবস্থানে থাকবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করলে কমোডিটির মূল্য আরেক দফা কমে যাবে, যা অস্ট্রেলিয়ার জন্য ক্ষতিকর।

শ্রমবাজার নিয়ে উদ্বিগ্ন ফেড প্রধান

ফেডের চেয়ারম্যান জ্যানেট ইয়েলেন

মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের (ফেড) চেয়ারম্যান জ্যানেট ইয়েলেন যুক্তরাষ্ট্রের মে মাসের কর্মসংস্থানের তথ্যকে উদ্বেগ ও হতাশাজনক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য এর পরেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইতিবাচক ধারায় থাকবে বলে আশাবাদী তিনি। ফিলাডেলফিয়ায় ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে দেয়া বক্তৃতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকপ্রধান ইয়েলেন বলেন, একটি মাসের তথ্যের ওপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। সার্বিকভাবে শ্রমবাজারের পরিস্থিতি এখনো ইতিবাচক। তবে সুদের হার বৃদ্ধি করা হবে কিনা, সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্ট করে কিছু বলেননি। অবশ্য সুদের হার ধীরে ধীরে বাড়বে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ইয়েলেনের এ কথা পূর্ববর্তী প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার পর তারই দেয়া মন্তব্যের পুরো বিপরীত। সে সময় তিনি ও ফেডের অন্য নীতিনির্ধারকরা বলেছিলেন জুন অথবা জুলাইয়ে ফেড অবশ্যই সুদের হার বাড়াবে।

কর্মসংস্থানে ইতিবাচক খবর না পেলেও ফেড প্রধান আশা করছেন, মার্কিন অর্থনীতি ধীরে ধীরে প্রবৃদ্ধির দিকেই থাকবে। সেসঙ্গে মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়ে ফেডের লক্ষ্যমাত্রার দিকে এগোবে। শ্রমবাজারের পরিস্থিতিও ভালো হবে। অবশ্য মে মাসে বিগত ছয় বছরের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে সবচেয়ে কম কর্মসংস্থান হয়েছে। এটি বড় ধরনের শ্লথগতির কারণ হবে কিনা, সেটিই এখন বড় প্রশ্ন। মে মাসে মাত্র ৩৮ হাজার নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে। যেখানে অর্থনীতিবিদরা গড়ে ১ লাখ ৫৫ হাজার কর্মসংস্থানের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। যদিও দেশটিতে বেকারত্বের হার কমে ৪ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; যা ২০০৭ সালের মধ্যে সর্বনিম্ন। বেকারত্ব কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, যে পরিমাণ মানুষ কাজ পেয়েছে, তার চেয়েও বেশি শ্রমবাজার থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

সুদের হার বাড়লে ঋণমান কমানো হবে

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অনেক দেশেরই ঋণমান বা এর পূর্বাভাস কমে যেতে পারে বলে সতর্ক করেছে স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'স (এসঅ্যান্ডপি)। ঋণমান নির্ধারণকারী সংস্থাটি জানিয়েছে এসব দেশে রেকর্ড সর্বনিম্নে থাকা সুদের হার বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে এলে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হবে তারা। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অতিরিক্ত সহায়ক নীতিমালা ছাড়া বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এ দেশগুলোর অর্থনীতি আরো নাজুক হয়ে পড়বে।

মোট ২৫ দেশের ওপর নির্ভর করে জরিপটি সম্পন্ন করেছে এসঅ্যান্ডপি। এসঅ্যান্ডপি জানিয়েছে এখানকার বেশিরভাগ দেশেরই ২০১৫ সালে জিডিপির এক থেকে দুই শতাংশ ঘাটতি ছিল। এসব দেশে সুদের হার দীর্ঘমেয়াদে গড়ের কাছাকাছিই ছিল। অর্থাৎ এখানে সুদের হার বৃদ্ধি করা হবে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে যাওয়ার মতো।

এসঅ্যান্ডপির বিশ্লেষক মরিত্জ ক্রায়েমার জানান, উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও আয়ের আভাস ছাড়াই সুদের হার বাড়ানো হলে আর্থিক ব্যবস্থাও পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে। যেহেতু সার্বভৌম রেটিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি দেশের আর্থিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তাই এসব দেশের ঋণমানের ক্ষেত্রেও চাপ আসবে।

যুক্তরাষ্ট্রে এরইমধ্যে সুদের হার বাড়তে শুরু করেছে। গত বছর দেশটিতে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ১ দশমিক ৩ শতাংশের বেশি ছিল। তখন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার আরো স্বাভাবিক দিকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। ইউরো অঞ্চলে এ ইস্যুটি আরো বেশি উচ্চারিত হচ্ছে।

ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক (ইসিবি) নতুন দফায় কর্পোরেট বন্ড ক্রয় কার্যক্রম শুরু করেছে। অন্যদিকে ইতালি, ফ্রান্স ও স্পেনে ঘাটতি জিডিপির ২ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এমনকি সবসময় ভারসাম্যের মধ্যে থাকা জার্মানির বাজেটও ১ দশমিক ৬ শতাংশ ঘাটতির মধ্যে রয়েছে। ইউরো অঞ্চল বাদে ব্রিটেনের বাজেট ঘাটতি বেড়েছে ১ দশমিক ৯ শতাংশ। এছাড়া পোল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাজেট ঘাটতি জিডিপির ১ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

যাঁরা অবসরে গেলেন....

মোঃ ইসমাইল হোসেন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২১/১/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১১/৩/২০১৬
বিভাগ : এইচআরডি-১

এস, এম, মাসুদুজ্জামান

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৫/৩/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১/৫/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ আলমগীর সরকার

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২১/১২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৫/৫/২০১৬
বিভাগ : সিইইউ

মোঃ শফিউল করিম

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ৭/৫/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/৫/২০১৬
বিভাগ : আইন বিভাগ

মোঃ আবুল ফাড়াহ্ মিয়া

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৫/৬/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি : ৭/৪/২০১৬
বিভাগ : ডিবিআই-৩

মোঃ ইসমাইল হোসেন-৩

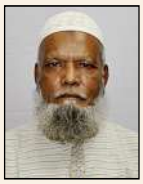

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৯/১০/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/৩/২০১৬
মতিঝিল অফিস

২০১৫ সালে এইচএসসি জিপিএ-৫

সানজিদা আফরিন বৃষ্টি
সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: রেনুজা বেগম
পিতা : আব্দুস সোবহান
(সিনি.সিটি, পরিসংখ্যান বিভাগ)

রাইসুল ইসলাম তুষার
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ রৌশনারা বেগম
পিতা: মোঃ সিরাজ উদ্দিন
(এএম, মতিঝিল অফিস)

২০১৬ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

এস এম ফাহিম
মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ ফিরোজা আমিন
পিতা : মোঃ আল-আমিন
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

শফি মাহমুদ-উচ্ছ্বাস
আইডিয়েল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাহমুদা আক্তার শিউলী
পিতা : মোঃ সফিকুল ইসলাম
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

নাজমুল হাসান ছানিম
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজমা আহম্মেদ
পিতা : আবু আহম্মেদ
(ইলেকট্রিশিয়ান, মতিঝিল অফিস)

মোঃ নাজমুস্ সাকিব
গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মরহুম নাজনীন আরা বেগম
পিতা : মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন
(জেডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

মাঈশা ফারজানা (মম)
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ফরিদা আজিজ স্বর্ণা
পিতা : মোহাম্মদ মুক্তার হোসেন
(সিনি. ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর)

ফারহান সাকিব
বিএএফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সাহিদা বেগম
পিতা : এ.কে.এম. খোরশেদ আলম
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

নাবিহা তাহসীন নূহা
ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: সুলতানা আক্তার
পিতা : মোঃ ওবায়েদ উল্যা চৌধুরী
(জেএম, এমআরএ, প্রেষণে)

রিফা তামান্না
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শাহানাজ পারভীন
পিতা: মোঃ আবদুর রাজ্জাক
(ডিডি, ইএমডি-২, প্র.কা.)

শেখ জাকিয়া হোসেন
বগুড়া পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আয়শা আকতার
পিতা : মোঃ মুজিবুল হোসেন
(সিনি.সিটি, বগুড়া অফিস)

আনিকা তাবাস্সুম
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রহিমা বেগম
পিতা: মোঃ আবদুল বারী
(জেএম, মতিঝিল অফিস)

২০১৬ সালে এসএসসি জিপিএ-৫

মোঃ তাওসিফ জাহিন
ব্লু-বার্ড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট

মাতা: সাইদাতুন্নিছা
পিতা: মোঃ মতিউর রহমান সরকার
(জেডি, সিলেট অফিস)

বিশালাক্ষ্মী রায় নদী
সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ

মাতা: প্রণতি রানী রায়
পিতা : কালিপদ রায়
(জেডি, সিলেট অফিস)

কথা আচার্য্য
জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সিলেট

মাতা: ঝুমা রানী আচার্য্য
পিতা: সুভাষ চন্দ্র আচার্য্য
(ডিএম, সিলেট অফিস)

শতাব্দী চাকমা
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জুলেখা দেবী চাকমা
পিতা: তরুন আলো চাকমা
(ডিএম, চট্টগ্রাম অফিস)

পূর্ণ চন্দ্র সাহা
বগুড়া জিলা স্কুল (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মঞ্জু রানী সাহা
পিতা: নীল মাধব সাহা
(জেডি, রংপুর অফিস)

নাফিম শাহরিয়ার হোসাইন
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মোসাম্মৎ নূরুন্নাহার সরকার
পিতা: মোঃ তফাজ্জল হোসেন
(ডিজিএম, সিএসডি-২, প্র.কা.)

ফারজান হক প্রমি
মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: নাজনীন বেগম
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)
পিতা: মোঃ এমদাদুল হক

জুয়াইরিয়া তাসনিম
সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: ঝর্না বেগম
পিতা: ইউনুস আলী খান
(সিনি.সিটি ১ম, খুলনা অফিস)

জয়ন্ত্রী সরকার
ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রমা বিশ্বাস
পিতা : নির্ম্মল কুমার সরকার
(ডিজিএম, খুলনা অফিস)

২০১৫ সালে জেএসসি জিপিএ-৫

আনিকা তাসনিম তাপ্তী
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা: মোসাম্মৎ নূরুন্নাহার সরকার
পিতা: মোঃ তফাজ্জল হোসেন
(ডিজিএম, সিএসডি-২)

মহিউদ্দিন আলমগীর কবির
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: শারমিন সুলতানা কেয়া
পিতা: মোঃ এনায়েত কবির
(ডিডি, সিএসডি-২, প্র.কা.)

প্রতীক পাল অগ্র
সেন্ট গ্রেগরি উচ্চ বিদ্যালয় (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি)

মাতা: অপর্ণা পাল
পিতা: প্রতাপ কুমার পাল
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

সিয়াম আদনান
খুলনা জিলা স্কুল (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি)

মাতা: মিশরী খাতুন
পিতা : মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
(ডিএম, খুলনা অফিস)

শেখ লোকমান গালিব
এসওএস হারম্যান মেইনার স্কুল

মাতা: হেলালী রওশন
পিতা : শেখ আবুল কাশেম
(ডিজিএম, খুলনা অফিস)

২০১৫ সালে পিএসসি জিপিএ-৫

মেহ্জাবীন আইউব
সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মাতা: রেহানা পারভীন
পিতা : শেখ আইউব আলী
(জেডি, খুলনা অফিস)

জান্নাতুল ফিরদাউস
সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি)

মাতা: রেহানা পারভীন
পিতা : শেখ আইউব আলী
(জেডি, খুলনা অফিস)

মোছাঃ রাফিয়া সানজিদা (রিফা)
কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রংপুর

মাতা: মোছাঃ হাসমোত আরা বেগম
পিতা: মোঃ রবিউল আলম
(ডিডি, রংপুর অফিস)

মোঃ মুকতাদিরুল হক
মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, মিরপুর

মাতা: সামছুন নাহার আক্তার
পিতা: আ.খ.ম. জহুরুল হক
(ডিএম, সিলেট অফিস)

সৌন্দর্যের রানী বর্ষা

আকাশে মেঘের আনাগোনা, এখন বর্ষাকাল। ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ। ছয় ঋতুর বিচিত্র সৌন্দর্য এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে উপভোগ্য করেছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস বর্ষাকাল হলেও বর্ষার প্রভাব থাকে অনেকদিন।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরার পর সৌন্দর্যের রানী বর্ষা আসে প্রকৃতি শীতল করার জন্য। বর্ষার প্রায় পুরোটা সময় আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘটা দেখা যায়। এ কি দিনের শুরু না শেষ, ঠিক বোঝা যায় না। ঝমঝম শব্দে চারিদিকে অজস্র জলের কোলাহল। সতেজ বৃক্ষরাজির সবুজ রূপে প্রকৃতি নতুন করে সজ্জিত হয়। মেঘের গুরু গর্জন, চকিতে বিদ্যুৎ চমক, উদ্দাম হাওয়া প্রকৃতিকে এক রহস্যময় রূপ দান করে। প্রকৃতির সাথে সাথে যেন ভিজে যায় মন, সিক্ত হয় হৃদয়। বর্ষা নিয়ে কবি আল মাহমুদ বলেন, একটি সিক্ত আবহাওয়া, একটা হৃদয় খোলা ভাব আছে। একদিকে যেমন বর্ষণ, তেমনি অন্যদিকে সৃজনও এর মধ্যে যুক্ত হয়। সর্বত্র যেন শিহরণ ও আনন্দের বাতাস বয়ে যায়।

চারিদিকে থৈ থৈ পানি। কদম, কামিনী, কেয়া, জুঁই, টগর ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা ফুলবন। আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটায় সূর্য যেন হারিয়ে যায়। চারিদিকে অদ্ভুত আঁধার ছড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টির পানিতে খাল-বিল, নদী-নালা ভরে যায়। ডুবে যায় মানুষের ঘর-বাড়ি, ফসলের মাঠ, পথ-ঘাট।

চারিদিকে অথৈ পানি খেলা করে, নদীতে শুরু হয় পাল তোলা নৌকার আনাগোনা। বৃষ্টির পানিতে মাটি নরম হয়ে যায়। তখন দেখা যায় মাটির বুকে ফসলের সমারোহ। মাঠে মাঠে ফসল, গাছে গাছে সবুজ পাতা, ফুলে ফুলে ভরে ওঠা প্রকৃতির এ অফুরন্ত সৌন্দর্য মানুষের মনেও ছড়িয়ে পড়ে। বৃষ্টির প্রাচুর্য আর পথ-ঘাটের কাদা উপেক্ষা করে চলে জনজীবন।

বর্ষা বাংলাদেশে কৃষকের ঘরে এনে দেয় নতুন কর্মব্যস্ততা। এ সময় কৃষকরা আমন ধানের বীজ বপন করে। এছাড়া আউশ ধান ও রাশি রাশি পাট কেটে ঘরে আনা হয়। কৃষক ভাটিয়ালি গানের সুরে এক কোমর পানিতে লাঙ্গল চালিয়ে রোপণ করে আমন ধানের চারা। রাশি রাশি সোনালি আঁশ আর আউশ ধানের প্রাচুর্য দেখে কৃষকের মন ভরে ওঠে অনাবিল আনন্দে।

বর্ষায় প্রসবিনী হয় চিত্রা ও মায়া হরিণ। আগত ছানার আনন্দে গান গেয়ে বাসা বাঁধে কাঠঠোকরা, কাঠশালিক, ডাহুক, তিলা, ঘুঘু, পানকৌড়ি, বালিহাঁস, বুলবুলি ও সারস। এছাড়া জলের অবাধ বিস্তারে পোনা ফোটায় ইলিশ, বোয়াল, রুই, বেলে, মৃগেল, শিলং ও সরপুঁটি।

এতকিছুর মাঝে থেমে থাকে না আনন্দ উৎসব। এ মৌসুমেই অনুষ্ঠিত হয় মনসা পূজা, রথযাত্রা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা। জলমগ্ন গ্রামবাংলায় বিনোদনের লোকক্রীড়া হিসেবে অনুষ্ঠিত হয় নৌকাবাইচ ও হা-ডু-ডু।

বর্ষা একটি লোকনন্দন বিষয়। এর নান্দনিকতা কবি, কথাশিল্পী, প্রাবন্ধিকদের তাড়িত করেছে গভীরভাবে। তাই বাংলা সাহিত্যে বর্ষা বিষয়, উপাদান, উপমা কিংবা অনুষঙ্গ হিসেবে সবচেয়ে জোরালোভাবে উঠে এসেছে। বর্ষার রূপ, রস, সুন্দরে সবচেয়ে বিমোহিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। আশ্চর্য মুগ্ধতায় অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের এই দুই কালপুরুষ।

বর্ষার সুখকর অসংখ্য অনুষঙ্গের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে দুঃখের নিনাদ। বর্ষার অফুরন্ত দান মাঝে মাঝে বয়ে নিয়ে আসে অতিবৃষ্টি, বন্যা, ভূমিধস ও ফসলহানির মতো অভিশাপ। এরপরও বর্ষা আনন্দের, বর্ষা আবেগের। কবির ভাষায় 'আজি ঝরঝর মুখর বাদর দিনে ....'।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১৬৫, আরামবাগ, ঢাকা।